একাধিক

সহস্র নিশি নিরুক্ত

আরবীয় উপন্যাস।

LH.47

১ খণ্ড

গৌড়ীয় সাধু ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া

কলিকাতা

নং ১৪৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে

বিদ্যাকল্পক্রম মুদ্রাযন্ত্রে

মুদ্রিত

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দীয়া ১৭৭২ শকাব্দীয়া

1. AUG. 10

১ খণ্ড

মূল্য ১ তঙ্কা

ভূমিকা।

একাধিক সহস্র নিশি নিরুক্ত আরবীয় উপন্যাস যে২ দেশে স্ব২ দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া বিশ্রুত আছে সর্ব্বত্রেই সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্ব-সম্মতিতে প্রসিদ্ধতররূপে সুপ্রতীত আছে। এই উপন্যাস অতি রুচির সুমধুর চিত্তরঞ্জক। গুণ-গ্রাহিগণ তৎ পাঠমাত্র তদ্‌গুণ অনায়াসে বিশেষে বিজ্ঞপ্ত হইতে পারিবেন। তদ্ধেতু তদ্‌গুণগানে প্রয়োজনাভাব। এতাবন্মাত্র কথিতব্য যে উক্ত উপন্যাসে সদসদ্ জনগণের সুকৃতি দুষ্কৃতি বিবরণ পঠনে সদুপদেশ গ্রহণেচ্ছুক জনেরা বিশেষ হিতো-পদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং এই উপ-ন্যাসের মূলগ্রন্থের উপক্রমণিকায় মহম্মদীয় রীত্য-নুসারে সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরের ও মহম্মদের গুণা-নুবাদ ও স্তবাদি করণোত্তর তদুপন্যাস বিন্যাস করণের এই অভিপ্রায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "পূর্ব্ব-পুরুষদের জীবন বিবরণ ভাবিপুরুষদের পক্ষে

হিতদায়ক, যেহেতু মনুষ্য পরপ্রতি ঘটিত প্রথিত ঘটনার দোষাদোষ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করণে উপদেশ প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাক্কালীন নরনিকরের পুরাবৃত্ত সবিশেষ প্রণিধান করত দমিতাত্মা হয়। অনর্ব্বাচীন পুরাবৃত্ত দ্বারা অর্ব্বাচীন ব্যক্তিদের উপদেশ নিয়ন্তৃ সর্ব্বগুণনিধির ধন্যবাদ হউক। একাধিক সহস্র নিশি নিরুক্ত আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা ও প্রসঙ্গ কল্পনার এই গুণ"।

২ এই উপন্যাস এতাদৃশ প্রখ্যাত হইলেও আশ্চর্য্য এই যে কোন্ সময়ে কাহাদ্বারা কোন্ ভাষায় বা কোন্ দেশে মুলগ্রন্থ বিরচিত হয় তাহা অদ্যাপি প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কতিপয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অনুমানে এই উপন্যাস সর্ব্ব প্রথমে আরব দেশে একাধিক ব্যক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া আরবীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিদ্যা পারদর্শিদের বোধে পারস দেশে বা ভারত খণ্ডে ইহার আদ্যোৎপত্তি। এতদ্বিষয়ে সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত লেন সাহেব অনুমান করেন যে এই উপন্যাসের অধিকাংশ বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীনকালীন ব্যক্তি দ্বারা বিরচিত, ফলতঃ একাধিক সহস্র নিশি নামক পারস দেশীয় আখ্যায়িকার ভাবানুরূপে এই উপন্যাস কল্পিত। পারস দেশে তদ্দেশীয় ভাষায় একাধিক

ভুমিকা।

সহস্র নিশি নামক উপন্যাস যে বিদ্যমান ছিল তাহা সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বন্‌হেমর সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন। অধিকন্তু এতদ্বিষয় পর্য্যালোচক অনেক বিজ্ঞদের মতে পারস্য উপন্যাসই ইহার মূল। তাহা দেশদেশান্তরে সংগৃহীত ও বংশপরম্পরাগত হইয়া সাংপ্রতিক বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩ আরবীয় উপন্যাস ইউরোপদেশীয় ভাষাতে সর্ব্বাগ্রে ফ্রান্স দেশীয় রাজধানীস্থ রাজচতুষ্পাঠীর আরবীয় বিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গ্যালান্দ সাহেব কর্ত্তৃক ১৭০৪ খ্রীষ্টীয়াব্দে অনুবাদিত হয়। তদবধি অন্যান্য লোকদ্বারা অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত লেন সাহেব কর্ত্তৃক আরবীয় পুস্তকের অনুবাদ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গণ্য। এবং শ্রীযুক্ত মেজর টর্ণর মেকান সাহেব কর্ত্তৃক মিসর দেশ হইতে কলিকাতা নগরীতে আনীত যে আরবীয় পুস্তক শিবিল সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত এচ টরেন্স সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয় তদনুবাদ প্রায় তদনুরূপ।

৪ এই আরবীয় উপন্যাস অদ্যাপি গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ হয় নাই এতদর্থে এতদ্দেশীয় মহোদয়গণের সন্তোষার্থে দেশীয় ভাষায় পূর্ব্বাপ্রকাশ উপন্যাস প্রকাশোদ্যত হইয়া উক্ত শ্রীযুক্ত লেন

সাহেবের অনুবাদ অনুসারে ভাষান্তর করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরন্তু শব্দমাত্রানুযায়ী নিরলঙ্কার অঁনুবাদ করণ আমার অভিসন্ধি নহে, যেহেতু তাদৃশ অনুবাদে ভাষাপ্রবন্ধের অলঙ্কার হানি হয় ও তাহা সুরস সুশ্রাব্য না হইয়া বিরস কুশ্রাব্য হওনের সম্ভাবনা। এতদাশঙ্কায় যে২ স্থলে শব্দানুযায়ী অনুবাদ করিলে নিরলঙ্কার ও বিরস বোধ হয় তথায় মূলভাব-ভাবান্তরিত না হইয়া অলঙ্কার ভাবে কিঞ্চিদ্বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। আরও দুই এক স্থলে শ্রীযুক্ত টরেন্স সাহেবের অনুবাদিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

৫ অন্ততঃ গ্রন্থকর্ত্তা বিদেশীয় হইয়া এতদ্দেশীয় মহোদয়গণের দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রস্তুত করণে উৎসাহী হইয়াছেন অতএব সুধীবর্গ এতদুৎসাহ অনুৎসাহ না করিয়া প্রত্যুত নিজগুণে অশুদ্ধ সংশোধনে তদ্দোষ মার্জ্জনা করিবেন। যথা,

গুণংপরেষাংগুণিনোমহান্তোগৃহ্নন্তিসম্যঙ্ন তুদোষলেশং
হংসাযথাক্ষীরবিমিশ্রনীরংবিহায়তৎসারপয়ঃপিবন্তি।

একাধিক সহস্র নিশি নিরুক্ত আরবীয় উপন্যাস।

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বতন কালে বহুসংখ্যক ভৃত্যবর্গ পদাতিচয় চতুরঙ্গিণী সৈন্য পরিবৃত চীন ও ভারত বর্ষাধিপ সর্ব্বত্র যশস্বী অত্যৈশ্বর্য্যশালী রাজরাজী শিরোরত্ন এক মহীপাল্ অধিবাস করেন। তাঁহার শাহারিয়ার নামক অগ্রজ ও শাহাজিমান্ নামা অনুজ নন্দনদ্বয় ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই নানাগুণোপেত সর্ব্ব রাজ লক্ষণাক্রান্ত যুদ্ধেতে অত্যন্ত বিক্রান্ত বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ অশ্বারোহণে অসম সাহসী ছিলেন। পরে জনক লোকান্তরিত হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র স্বপিতৃ রাজ্যাধিকার প্রাপণে সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক পক্ষপাতিত্ব রাহিত্যে অতি সুবিচার করত প্রজা প্রিয় হইয়া রাজ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমার্কন্দ দেশের সাম্রাজ্য পাইয়া বিলক্ষণ সুশাসন করত রাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। উভয়েই স্ব২ রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম

রক্ষা পূর্ব্বক সুবিচারে রাজ শাসন করত সর্ব্বজন হিতৈষী, এবং দৈন্য নিবারণে ও প্রজাপালনে অতি লব্ধযশা ও কীর্ত্তিভাগী হইয়া আপনং রাজধানীতে বিংশতি বৎসর সুকৌতুকে সানন্দে পরম সুখে কাল যাপন করেন।

তদনন্তর শাহারিয়ার ভূপাল স্বীয় ভ্রাতা শাহা-জিমান্ রাজ সহিত আলাপনেচ্ছায় নিতান্তব্যস্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আপন উজীর অর্থাৎ মুখ্য মন্ত্রিকে স্বমনস্থ সিদ্ধ্যর্থে আহ্বান করত তৎসহ বিহিতাবিহিত মন্ত্রণা করিয়া বহুবিধ বহুমূল্য উপহার নিমিত্তক সুবর্ণ সুভূষিত হীরক পান্না চুনি মণি মুক্তা রত্নাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্ব, অশ্বতর, ভৃত্য, ক্রীতভৃত্যবর্গ, নবীনা যুবতী অজাতপুরুষসংসর্গা পরম সুন্দরী সংহতি, ও অতুল্য দুর্মূল্য বহু বসন ভূষণাদি সপদি প্রস্তুতার্থে আদেশ করিলেন। অতঃপর সহোদরের প্রেমালাপন বাসনা প্রকাশক স্বহস্তাক্ষরিত লিপি স্বমুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া উপায়ন সামগ্রী সমগ্র সহ সচিব হস্তে সমর্পিয়া সচিবকে আশু গমন প্রত্যাগমনে মনোযোগ পূর্ব্বক সুযত্ন করিতে অনুমতি করিলেন।

সচিববর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া সত্বর হইয়া অবিলম্বে দিবসত্রয়ে দেশান্তর যাত্রার্থে যথোচিত পাথেয় দ্রব্য স্তূপেং আয়োজন

করিলেন। চতুর্থ দিবসে ভূপাল সমীপে শুভানুমতি পাইয়া দুর্গম প্রান্তর কানন পথে যাত্রা করত অহো-রাত্র ক্রমাগত পবন গমনে গমন করিলেন। শাহা-রিয়ার নৃপালাজ্ঞাবহ যতেক রাজগণ তন্নিকেতন সমক্ষে মন্ত্রিবরের উপস্থিতি মাত্র প্রত্যেকেই স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিবিধ বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদানানুষ্ঠান পুরঃসর তৎসহ সাক্ষাতার্থ অগ্রসর হয়েন। অনন্তর অতি সমাদরে বিনয় পূর্ব্বক দিবসত্রয় বিহিত আতিথ্য করত চতুর্থ দিবসে এক দিবসীয় পথ পর্য্যন্ত তৎ সমভিব্যাহারে গমন করত প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইরূপে মন্ত্রী যাত্রা করত সমার্কন্দ অর্থাৎ গন্তব্য দেশোপস্থিত হইলে স্বাগমন বার্ত্তা শাহাজিমান রাজকে জ্ঞাপনার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। সংবাদক প্রবিশ্যমান রাজধানী সমুপস্থিতি পূর্ব্বক রাজসদনে উপনীত হইয়া রাজ সমক্ষে পৃথ্বী চুম্বন করত অভিবাদন পূর্ব্বক নৃপালকে তদগ্রজ শ্রীল শ্রীশাহারিয়ার রাজের সচিবাগমন বার্ত্তা জানাইল, তাহাতে শাহাজিমান রাজ স্বীয় মহামাত্র পাত্র প্রভৃতি প্রধান সভাসদ্‌গণ সহিত স্বরাজ্যের কুলীনবর্গকে, এক দিবসীয় পথ অগ্রসর হওত স্বীয় ভ্রাতৃ প্রেরিত উপনীত মুখ্য মন্ত্রিসহ সাক্ষাৎ করিয়া সমাদর পুরঃসর তদানয়নার্থ আদেশ করিলেন। তদাদেশানুসারে মন্ত্রি পাত্রাদি

সভাসদ্‌গণ শাহারিয়ার রাজ মন্ত্রিসহ সাক্ষাৎ করিয়া সদালাপ অভ্যর্থনা করত অশ্বারূঢ় মন্ত্রির স্বপার্শ্বে পদব্রজে নগরী মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর সচিববর শাহাজিমান্ রাজ সমীপস্থ হইয়া রাজি কুশল মঙ্গলার্থে তৎপ্রতি ঐশ্বরিক সদা প্রসন্নতার আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথ্বী চুম্বন করত তৎসহ তদগ্রজের একান্ত আলাপনেচ্ছা জানাইয়া রাজলিপি অর্পণ করিলেন। ভূপাল লিপি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠানন্তর পত্রার্থ সবিশেষাবগত হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃ আদেশ পালনার্থ সুপ্রতিজ্ঞ হইলেন; কিন্তু স্বীয় ভ্রাতৃমন্ত্রিকে আতিথ্য করণেচ্ছু হইয়া তৎ সম্ভ্রমোপযুক্ত দিব্য অট্টালিকায় তথায় দিবসত্রয় অবস্থিত করাইলেন, এবং খাদ্য পেয় উপাদেয় দ্রব্যাদি দিয়া তৎ সমভিব্যাহারি পরিরক্ষক পরিচর প্রভৃতি সৈন্যদিগকে বস্ত্রাবাসে বাস করাইলেন।

এতদ্রূপে তাঁহারা তথায় তিন দিবস প্রবাস করিলেন। চতুর্থ দিবসে ভূপালি স্বীয় গমনোপযুক্ত সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া স্বসহোদরের পরিতোষার্থ বহুবিধ বহুমূল্য উপযুক্ত উপায়ন সংগ্রহ পূর্ব্বক শুভযাত্রা করণে সসজ্জ হইলেন। তদনন্তর স্বীয় অনবস্থানে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ স্বীয় মন্ত্রিবরকে রাজ্য ভারার্পণ করিলেন এবং বস্ত্রবেশ্ম উষ্ট্র অশ্ব অশ্ব-

তর ভৃত্যবর্গ পদাতিচয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বভ্রাতৃ রাজ্য গমনে শুভ যাত্রা করিলেন।

পরে দৈবযোগে রাজসদনে বিস্মৃতিক্রমে অত্যা-বশ্যক প্রয়োজনার্হ দ্রব্য বিক্ষেপ করিয়া আসিয়া-ছেন, ইহা দৈবাৎ নিশীথ সময়ে শাহাজিমান্ রাজের চিত্তগোচর হইল; অতএব ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত্যর্থে একাকী পদব্রজে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে শয়নাগারে প্রাণতুল্যা প্রিয়তমা রাজ্ঞী পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রাতে আছেন, তাঁহার স্বপার্শ্বে হবসী জাতীয় জনেক অতিমলিন কদাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত কিঙ্কর অকাতরে স্বচ্ছন্দে শয়িত আছে।

মহিষীর এতাদৃশ অতি নিকৃষ্ট নির্লজ্জ বিপরীত কদাচার অক্ষিগোচর মাত্রেই ভূপালনয়নে জগৎ অন্ধকারময় হইল; এবং তিনি মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার অনতিদূরস্থ থাকন কালে প্রায় নগর হইতে প্রস্থান না করিতেই এই অধমা-ধমা দুষ্টা ভ্রষ্টা কামুকীর যদি এবম্প্রকার আচরণ তবে দূর দেশে প্রবাস কালে মম অনুপস্থিত সময়ে সে কি না করিবে, ইত্যালোচনা পূর্ব্বক প্রচণ্ডতর ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া খড্গ নিষ্কোষ পূর্ব্বক একাঘাতেই শয়নীয়ে সুপ্তা মহিষীর ও ক্রীত কিঙ্ক-

রের শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎপরে প্রচ্ছন্নরূপে নগরী বহিঃস্থ শিবিরে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রবেশ্মো-ত্তলনাজ্ঞা দিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন।

অতঃপর শাহারিয়ার রাজের রাজধানী সন্নিধানে সন্নিহিত হইলে, নৃপাল বার্ত্তাবহদ্বারা স্বীয় অনুজের আগমন সংবাদ প্রাপণে অগ্রগামী হইয়া স্বীয় অতি প্রিয় ভ্রাতা শাহাজিমান্ রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্ভূত হইলেন। পরে বহুমান পুরঃসর সহো-দরের অভ্যর্থনা করত যথেষ্ট হৃষ্ট চিত্ত হইয়া অত্যানন্দে তাঁহাকে স্বরাজধানীতে সমাদর পূর্ব্বক আনিলেন। এবং তদাগমন সম্মানার্থ আলোকি লতি-কাদি দ্বারা নগরী সুশোভিতাকরণে আজ্ঞা দিলেন।

পরে ভদ্রাসনে বসিয়া প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক দৈহিক কুশলাদি প্রশ্ন করত স্ব২ শুভাশুভ বিষয় সবিশেষে পরস্পর পরস্পরে জানাইলেন, কিন্তু শাহাজিমান্ রাজ স্বস্ত্রীর দুষ্টাচরণ স্মরণে শোক সাগরে নিমগ্ন-মনা ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া অতিমাত্র দুঃখেতে অতি শয় কৃশ ও ম্লান হইতে লাগিলেন, ও তাঁহার শ্রী বিশ্রী হইল। অগ্রজ অনুজের এবম্বিধ বিকৃতাবস্থা দর্শনে অত্যন্ত খিদ্যমান হইয়া মনে২ ভাবিলেন বুঝি সহজ স্বরাজ্যের দূরস্থ প্রবাস প্রযুক্ত উৎ

কণ্ঠিতমনা হইয়াছেন, কিয়ৎ কাল পরে মনঃপীড়া নিবারিতা হইবেক; ইহা ভাবিয়া সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসাবাদ কিছু মাত্র না করিয়া মৌনাবলম্বনে থাকিলেন।

এইমতে কিয়দ্দিন গতে একদা অতি হিত প্রিয় বচনে সোদর্য্যকে কহিলেন হে ভ্রাতঃ তোমাকে নিরন্তর উন্মনা হইয়া থাকিতে দেখি কেন, তোমার দিনে ২ শক্তি হ্রাস ও আকৃতি বিকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষিণ্ণ আছি, ইহার কারণ সবিশেষে প্রকাশ কর, মনো দুঃখের কথা ভ্রাতৃ সমীপে মুক্ত দ্বার প্রায়, তাহাতে কনিষ্ঠ আপন ভার্য্যার দুর্বৃত্ত বৃত্তান্ত কিছু মাত্র না জানাইয়া এই মাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন হে ভ্রাতঃ মনোদুঃখে বন্দী আছি।

ইহা শ্রবণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মনোদুঃখ হরণাভিপ্রায়ে কহিলেন তবে আমার সহিত মৃগয়া গমনে চল; কি জানি যদি ইহাতে তোমার মনোবেদনার প্রতীকার হয়; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হইয়া তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শাহারিয়ার রাজ একাকী অশ্ব বস্ত্রবেশ্ম পরিচর পদাতিচয় প্রভৃতি সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শাহাজিমান রাজ রাজালয়েই থাকিলেন।

পরে উদ্যানদিকস্থ গবাক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান শাহা-

জিমান্ রাজ উদ্যান দর্শনে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ অন্তঃপুরের দ্বার মুক্ত হইল, তদ্দ্বার দিয়া বিংশতি জন অন্তঃপুর চারি দাসীবর্গ, এবং বিংশতি সংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত কিঙ্কর বহির্গত হইল। তৎসমভিব্যাহারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী গৌরাঙ্গী রাজ্ঞীও অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইলেন; পরে সকলেই উদ্যানস্থ সরোবরে উপস্থিত হওত বিবসন হইয়া একত্র উপবেশন করিলেন, অতঃপর মহারাণী করতালি করত "ওহে প্রাণ নাথ মাসুদ" ইতি বাক্য ধ্বনি করিবা মাত্র অনিমিষে জনেক কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইল। রাজ মহিষী জার সঙ্গে পরিমরঙ্গে সুকৌতুকে বিলক্ষণ মতে যথেপ্সিত স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন। তাদৃশ যুবতী দাসীগণও দাসবর্গের সহিত হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক নানাবিধ ক্রীড়া কৌশলে কামরঙ্গে সুর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া দিবাবসানে সকলেই পূর্ব্ববৎ অন্তঃপুরে পুনরন্তর্হিত হইল। মাসুদও বৃক্ষোপরি আরোহণ করত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

শাহাজিমান্ ভূপাল নিভৃত স্থানে থাকিয়া স্বীয় ভ্রাতা শাহারিয়ার রাজমহিষীর উপবন বিহার দেখিয়া মনেং কহিলেন হায়. এবড় দুর্দ্দৈব রাজরাণী হইয়া কুস্পৃহা

জন্য ইহাঁর এপর্য্যন্ত অনুধাবন। মম মর্ম্মান্তিক পীড়া ইহা হইতে লঘুতরা, স্ত্রীজাতি মাত্রেই অবিশ্বস্তা। এবম্বিধ নানাবিধ বিবেচনা করণানন্তর নৃপবর স্বভার্য্যার কদাচার জনিত ব্রীড়া মনঃপীড়া অসুখ সমুদয় হইতে বিমুক্তি পাইয়া শান্তচিত্তে পূর্ব্ব রীতি মতে দিব্য আহারাদি করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে শাহারিয়ার ভুপাল মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে সহোদরদ্বয় পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিলে শাহারিয়ার রাজ স্বভ্রাতৃ প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মলিন বদন পুনঃ প্রফুল্ল হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববৎ অনাহারী নহেন, বিলক্ষণ মতে আহারাদি করিতেছেন। তাঁহার এতাদৃক্ পূর্ব্বাপর বিপরীত রীতি দর্শনে শাহারিয়ার রাজ বিস্ময় হইয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ আমার মৃগয়া গমন কালে ব্যাকুলতা ও বিষাদাবিষ্টচিত্ততাতে তোমার সুশ্রীবদন অতি ম্লান ও মলিন ছিল, এক্ষণে তোমাকে তদবস্থাপন্ন দেখি না; প্রত্যুত সুস্থান্তঃকরণ বিশোক ও স্বাভাবিক মনোহর প্রফুল্ল দেখিতে পাই, ইহার সবিশেষ জানিতে সাকাঙ্ক্ষ আছি। স্বভ্রাতার এতদ্বাক্যাবধানে শাহাজিমান রাজ কহিলেন আমার আকৃতি বিকৃতি ও বিমনা হওনের হেতু প্রকাশ সহজ, কিন্তু কি প্রকারে স্বাস্থ্য প্রাপণে প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়াছি

তদ্বিজ্ঞাপন বিষয় আমাকে ক্ষমা করুন। তচ্ছ্রবণে শাহারিয়ার রাজ কহিলেন প্রথমে তোমার ক্ষীণাঙ্গ শুষ্ক বদন হওনের কারণ আমাকে জানাও, তাহাতে শাহাজিমান্ প্রত্যুক্তি করিলেন অবধান করুন।

মৎ প্রতি আহ্বানার্থ তব সচিববর মম সন্নিধানে উপনীত হইলে অবিলম্বে যাত্রোপযুক্ত সামগ্রীসমগ্র আয়োজন পূর্ব্বক যাত্রার্থে প্রবর্ত্ত হইলাম, পরে স্বীয় রাজধানী বহিঃস্থ হইয়া দৈবাৎ স্মরণে পড়িল যে আপনকাকে প্রদত্তা এই রত্নমালা বিস্মরণ ক্রমে বিক্ষিপ্তা হইয়াছিল, অতএব তৎপ্রাপ্ত্যর্থে স্বমন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম যে মদীয় ভার্য্যা খট্টোপরি নিদ্রিতা আছেন, তৎপার্শ্বে অতি মলিন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত ভৃত্য নিদ্রাভিভূত আছে; তাহাতে ঐ শয্যাতে শয়িতা স্বভার্য্যা ও ক্রীত কিংকর উভয়কেই খড়্গোদ্যম পূর্ব্বক নিহত করিয়া ভবদীয় সমীপে সমাগত হইলাম; কিন্তু স্বস্ত্রীর দুশ্চরিত্র স্মরণ অনবরত হওত ব্যাকুল চিত্ততা নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকিতাম। ঐ অবিরত স্মৃতি জনিত দুঃখ প্রযুক্ত ক্ষীণ কলেবর শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎ প্রতীকারার্থক দুঃখ দূরীকরণকারণ ভবৎ সমীপে অপ্রকাশ্য।

এতচ্ছ্রবণে শাহারিয়ার রাজ কহিলেন যৎপরো নাস্তি দিব্য দিতেছি ইহাও নিঃশেষে আমাকে

জ্ঞাপন কর, সাহাজিমান্ রাজ স্বভ্রাতার এবম্প্রকার দিব্যে বাধ্য হইয়া মহারাণীর আরাম লীলা আদ্যো পান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সবিশেষ সুগোচর করিলেন। স্বভ্রাতার এই কথাতে শাহারিয়ার রাজ সংশয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কহিলেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষে দেখিতে বাসনা করি। তাহাতে শাহাজিমান্ রাজ প্রত্যুত্তর করিলেন মৃগয়া গমনচ্ছলে অরণ্যান্তরালে কিয়ৎকাল মাত্র থাকিয়া পুনরায় প্রচ্ছন্নে আসিয়া মম সহ এই স্থলে সংগোপনে থাকিবেন তবেই চাক্ষুষ দেখিয়া সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

শাহারিয়ার রাজ স্বভ্রাতার পরামর্শানুসারে মৃগয়া গমনচ্ছলে পূর্ব্বমত অশ্বচয় তাম্বু সৈন্য ভৃত্যবর্গ সঙ্গে লইয়া নগরী বহিঃস্থ হইলেন। পরে কিয়ৎ-কালমাত্র শিবিরে বিরাম করিয়া, কেহ যেন মৎ সমীপে না আইসে, এই আদেশ ভৃত্যবর্গকে করিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন রূপে রাজধানী প্রবিষ্ট হওত রাজ মন্দিরস্থ স্বীয় ভ্রাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উদ্যান দিক্স্থ গবাক্ষে বসিয়া উপবন প্রতি এক দৃষ্টিতে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করত রহঃস্থানে লুক্কা-য়িত থাকিলেন।

অনতি বিলম্বে অন্তঃপুরবহিঃস্থা রাজমহিষী দাসী-বর্গ, কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত ভৃত্যগণ সহযোগে উপবন মধ্যে

আগমন করিয়া শাহারিয়ার ভুপাল স্থানে শাহাজিমান্ নৃপালের অভিব্যক্তানুসারে সায়ংকালীন উপাসনা সময় পর্য্যন্ত লীলারঙ্গ হাস্য পরিহাসাদি পূর্ব্বক বহুবিধ ক্রীড়া কৌশলে স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন।

স্বস্ত্রীর এবম্বিধ তাবচ্চরিত্র নয়ন গোচর হইবা মাত্র শাহারিয়ার নৃপতি পূর্ব্বাপর বিহিতাবিহিত বিবেচনা বিহীন হইয়া স্বীয় সহোদর শাহাজিমান্ রাজকে কহিলেন, একি দারুণ দুর্দ্দৈব, এই অপার অনুপম লজ্জা সাগরে তরঙ্গ তরণের তরণী কিছু মাত্র দেখি না। চল রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে যথেচ্ছায় পর্য্যটনকারী নানাস্থানী হইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তত্ত্ব করি যে এতাদৃশ বিপদুদ্ব্যক্ত দুঃসহ্য দুর্ভাগ্য দুর্ঘট অন্য কাহারো প্রতি কস্মিন্ কালে ঘটিয়াছে কি না, নচেৎ প্রাণ ধারণাপেক্ষা জীবন বর্জ্জন শ্রেয়স্কর।

অতএব এই পরামর্শ বিহিত বোধ করিয়া রাজ ব্যাপার ত্যাগেচ্ছু সহোদরদ্বয় রাজালয়ের প্রচ্ছন্ন দ্বার দিয়া বিরলে বহির্গত হওত অহর্নিশি অনবরত পরিভ্রমণ করত দৈবাৎ সিন্ধু তটস্থ ত্র্যবান্তর মধ্যে সুস্নিগ্ধ সলিল সরোবর সন্নিহিত মহীরুহ মূলে উপনীত হইয়া পরিভ্রমণ জনিত পরিশ্রম পরিহরণাভিপ্রায়ে তৎ সরোবর জলপানোত্তর তত্তটস্থলোপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎ কালোত্তর সাগর সতরঙ্গ হইয়া মহা কলহ কল্লোলে কম্পিত জল হইতে লাগিল। সেই সাগর হইতে আকাশাভিমুখী উর্দ্ধগামী কৃষ্ণবর্ণ একটা স্তম্ভাকৃতি, প্রান্তর প্রতি অভ্যাগত প্রায় দেখিয়া নৃপালদ্বয় ভয়ে ভীত শঙ্কিত কম্পিত কলেবর হইয়া উচ্চতম বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে কি অঘটন ঘটনা ঘটে এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া সমীপাগত স্তম্ভ প্রতি একাদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেন।

পরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে মস্তকোপরি মঞ্জুসা গ্রাহী উরস্থান্ অপূর্ব্ব লম্বমান কলেবর ঘোর-তর ভয়ঙ্কর বিকট বদন একটা আফৃত্ অথবা জিন্ * আসিতেছে। ঐ জিন্ সিন্ধু কূল প্রাপ্ত হইয়া পদভরে ভূকম্পপ্রায় করত, যে বৃক্ষশাখাবলম্বনে নৃপতিদ্বয় লুক্কায়িত আছেন, তত্তরু তলে উপস্থিত হওত তন্মূলে বসিয়া স্বীয় আনীত সিন্ধুক মুক্ত করত অন্তর হইতে অন্য এক মঞ্জুসা বহির-আনয়ন পূর্ব্বক তন্মোচনে তন্মধ্য হইতে রবিরশ্মি তুল্যা চাকচক্যশালিনী রূপসী নবীনা গৌরাঙ্গী

---

* জিন্ শব্দে অগ্নিযোনি দৃশ্যাদৃশ্য বহুরূপী সদসদ প্রাণি বিশেষকে বুঝায়। তাহারা নরলোক সদৃশ কাম ক্রোধাদি রিপু বশীভূত ও মর্ত্ত্য কিন্তু দেব লোক তুল্য আশ্চর্য্য শক্তি ও পরাক্রম বিশিষ্ট।

যুবতী নিঃসৃতা হইল। ঐ জিন্ তৎপ্রতি অবলোকন করত কহিল হে সদ্বংশোদ্ভবে প্রেয়সি তোমায় উপযাম যামিনীতে পতি হইতে হরণ করিয়া সুখ-সম্ভোগে কাল যাপন করিতেছি, তুমি আমার প্রাণ প্রিয়া সুভোগ্যা, হে প্রিয়তমে আমার এক্ষণে তন্দ্রা-কর্ষণ হইতেছে; ক্ষণেক নিদ্রা যাইতে বাসনা করি, ইহা কহত বিশ্রামার্থে ঐ যুবতীর জানু দেশে স্থাপিতমস্তক হইয়া অকাতরে নিদ্রাভিভূত হইল।

ইত্যবসরে সেই সিমন্তিনী দৈবাৎ বৃক্ষপ্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করত তদবলম্বি ভূপতিদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া ঝটিতি স্বক্রোড়স্থ নিদ্রিত জিনের মস্তক ভূতলে রাখিয়া ঐ ক্ষিতিরুহ মূলে দণ্ডায়মানা হইয়া নৃপতি দ্বয়কে ইঙ্গিতে সঙ্কেত করত জানাইল, যে জিনের বিষয় নির্ভয় হইয়া সত্বরে আনমন করহ। ভূপাল-দ্বয় ভয়াকুলান্তঃকরণ হইয়া ঈশ্বরের দিব্য পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কামিনী কহিল যাঁহারই দিব্য করিতেছ তাঁহারি প্রতিদিব্য দিয়া কহিতেছি অবিলম্বে নামিয়া আইস; অন্যথা নিশ্চিত এই জিন্‌কে নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বক জাগ্রত করিয়া তদ্‌হস্তে নিদারুণ হননে নিহত করাইব। প্রমদা-প্রমুখে এই কথা শুনিয়া নৃপালদ্বয় অত্যন্ত ত্রাস যুক্ত হইয়া শনৈঃ২ সাবধানে বৃক্ষ হইতে অবরো-

হণ করিয়া কামিনীর যথেপ্সিত অভিলায সিদ্ধি পর্য্যন্ত তৎ সমাগমে থাকিলেন।

অতঃপর ঐ যুবতী সুপরিহিত বস্ত্রাঞ্চলে সংরক্ষিত মুদ্রাধার হইতে শ্রেণীবদ্ধ অষ্টনবতি সংখ্যক মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক মালা বাহির করত জিজ্ঞাসিল ইহার তাৎপয্যার্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে অশক্যতা স্বীকার করিলে কামিনী কহিল আপনাদের লীলানুরূপ এই অঙ্গুরীয়ক স্বামিরাও এই নির্বোধ বর্ব্বর জিনের অজ্ঞাতসারে অনায়াসে এ অধিনীর সহিত আলাপন করিয়াছেন; অতএব আপনাদেরও অঙ্গুরীয়কদ্বয় আমাকে প্রদান করুন।

তৎ প্রাপণে কামিনী কহিল এই সর্ব্বনেশ্যে পাপটা আমার পরিণেয়ী রাত্রে আমাকে হরণ করত সপ্ত কুলুপে বদ্ধ মঞ্জুসাস্থ এই পেটক মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া তর্জন গর্জনকারী লহরীধূত সুগভীর সিন্ধুতলে রাখেন। জানেন না যে স্ত্রী জাতি অবাধে স্বাভিলায পরিপূরণার্থ সুদক্ষা, তাহাদের চেষ্টিত কে নিবারণ করিতে পারে। কোন কাব্য রচকও কহিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকে বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের দিব্যেও প্রত্যয় করিবে না, তাহাদের সন্তোষাসন্তোষের কারণ কামাদি রিপুই মূলাধার। তাহাদের প্রণয় মিথ্যা প্রণয়, তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বাসবি

ঘাতিনী, তাহাদের বেশেও প্রতারণা আচ্ছাদিতা থাকে। অন্য কাব্যকর্ত্তাও কহেন, ভৎর্সনা কর্ত্তব্য নহে ভৎর্সনায় পরিবাদিত আরো দুঃসাহসী হয়। নিবারণে কাম অগ্নিতুল্য জ্বলে। যদি কামপ্পীড়াতে পীড়িত হই কিমদ্ভুতং অন্যেও কি তদবস্থাগ্রস্ত নহে। সংসার মধ্যে স্ত্রীর চক্রে বিড়ম্বিত যে নহে সেই অদ্ভুত।

কামিনীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া নৃপতিদ্বয় আশ্চর্য্যবোধে অতি বিস্ময়ান্বিত চিত্ত হইয়া পরস্পর বিবেচনা করিলেন, ইনি একেতো সপ্তকুলুপ মুদ্রিত মঞ্জুসাস্থ পেটক মধ্যে নিরুদ্ধা; তাহে পুনঃ অগাধ সলিলে সিন্ধুতলে সংরক্ষিতা, ইনিও যে স্বাভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে পন্থা করেন একি অদ্ভুত। আর ইনি জিন্, আমাদের অপেক্ষা ইহার গুরুতর লজ্জাস্পদ বিঘটনা ঘটিয়াছে; সুতরাং ইহাই আমাদের যথেষ্ট প্রবোধের কারণ। এবম্বিধ বিবিধ বিবেচনা পূর্ব্বক নৃপদ্বয় সুপ্রবোধিত মনে অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করত পরিত্যক্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শাহারিয়ার নৃপাল স্বালয়ে প্রবেশ মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত কিঙ্কর অন্তঃপুরচারি দাসীবর্গসহ স্বীয় মহিষীর শিরশ্ছেদন করণাজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর আপনি

নিয়মবদ্ধ হইলেন যে প্রত্যহ প্রদোষে অজ্ঞাতপুরুষা যুবতীকে পরিগ্রহণ করিয়া প্রত্যুষে তাঁহার প্রাণ নাশ করিবেন। এবম্প্রকার ব্যবহার বৎসরত্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে শাহারিয়ার রাজের সর্ব্বত্র অপযশঃ অখ্যাতি দিনে২ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং নগরবাসি জনগণ স্ব২ তনয়া লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন পরায়ণ হইল। নগরী মধ্যে পরিণেয় কন্যামাত্র থাকিল না।

ইতিমধ্যে মহারাজাধিরাজ স্বীয় নিয়মানুসারে নবীনা যুবতী কুমারী আনয়নার্থ মন্ত্রিবরকে আদেশ করিলেন। সচিবপ্রবর অতিযত্নে বহু অন্যেষণে উপযুক্তা কন্যা না পাইয়া তিক্তচিত্ত বিষণ্নবক্ত্র হইয়া, রাজা আমার ভাগ্যে আজি কি করেন, এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

মন্ত্রিবরের শাহারাজাদী নাম্নী জ্যেষ্ঠা ও দীনারাজাদী নাম্নী কনিষ্ঠা নন্দিনীদ্বয় থাকেন। শাহারাজাদী অতিবিজ্ঞতমা বিদ্যাবিশারদা রূপগুণসম্পন্না, পুরাবৃত্ত নানা উপন্যাস ও প্রাক্কালীন রাজগণের চরিত্র, অলঙ্কার, কাব্যশাস্ত্রাদি সহস্র গ্রন্থ সংগ্রহণ পূর্ব্বক নিয়ত অধ্যয়নে তৎপরা ও সুবিচক্ষণা ছিলেন। অতএব স্বীয় জনককে অত্যন্ত বিরসবদন বিষণ্নমনা দেখিয়া কন্যা কহিলেন হে তাত আপনা-

কে উন্মনা উদ্বিগ্নচিত্ত দেখি কেন। কোন কবি কহিয়াছেন উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিকে কহ চিত্তোদ্বেগ চিরস্থায়ী নহে, সুখ যাদৃশ অচিরস্থায়ী দুঃখও তাদৃশ ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নহে।

দুহিতার এতৎ বচন শ্রবণানন্তর মন্ত্রিবর রাজ সহিত আপনার আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নন্দিনীকে কহিলেন কন্যা আমূলত সবিশেষাবগতা হইয়া বলিলেন আপনাকে দিব্য দিয়া কহিতেছি আপনি এই রাজার সহিত আমার বিবাহ দিউন ইহাতে হয়তো পরোপকারার্থে আপন জীবন হারাইব নতুবা আপন জীবন রক্ষণে ভূপতির হস্ত হইতে অন্যান্যদের প্রাণ পরিত্রাণকারিণী হইব। কন্যার এই কথা শ্রবণে সচিব কহিল একি সর্ব্বনাশ, বাছা এমন কথা মুখেও আনিও না তোমার বুদ্ধি স্ত্রী বুদ্ধি, বুঝি কৃষক বৃষ গর্দ্দভের ন্যায় তোমার দশা ঘটিবে। তাহাতে কন্যা জিজ্ঞাসিলেন সে কেমন, মন্ত্রী কহিলেন বাছা তবে শুন।

নগরান্তঃপাতি শাখানগর নিবাসী এক ধনিক বণিক থাকেন। তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ও বহু পশুপাল ছিল এবং ধন্য যিনি পরমেশ্বর তাঁহার প্রসাদে ঐ মহাজনের পশুপক্ষীয় শব্দার্থ বোধ শক্তি ছিল। বণিকের গৃহে এক গর্দ্দভ ও এক বৃষভ

থাকে। বৃষ গর্দ্দভশালায় আসিয়া দেখে যে তাহা সংমার্জ্জিতা বারি সিঞ্চিতা অতি পরিষ্কৃতা আছে ও তাহার আহারাধারে চালনীতে চালিত দিব্য যব নির্ম্মল তৃণাদি অতিশয় আছে। এবং গর্দ্দভ স্বচ্ছন্দে অতি সুখে বিশ্রাম করিতেছে। বণিক কেবল দৈবিক প্রয়োজন মতে তদ্‌পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গমন করত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

একদা দৈবাৎ গর্দ্দভবৃষের এপ্রকার পরস্পর কথোপকথন গৃহির কর্ণগোচর হইল। বৃষভ কহিতেছে হে রাসভ তুমি অভীষ্টান্ন ভোজনে চিরসুখী হইয়া কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছ তুমি নিষ্কর্ম্মে অকাতরে বিশ্রাম করিয়া থাক, আমি প্রত্যহ অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্লিষ্টকলেবর হই, তুমি উত্তম স্বাভীষ্ট যবাদি আহার করিতেছ মনুষ্যেরাও তোমার দেহ সেবা করিয়া থাকে এবং কর্ত্তা কৃচিৎ তোমার পৃষ্ঠারোহী হন। আমি সমস্ত দিন লাঙ্গল বহন পেষক যন্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক নিত্য পরিশ্রমে অতি কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকি। তুমি পরম সুখী তোমার প্রবল অদৃষ্ট।

বালেয়, বৃষের এতাদৃশ খেদোক্তি শুনিয়া পরোপকারের পর ধর্ম্ম নাই ইহা ভাবিয়া কহিল হে বৃষ তোমার কাতরোক্তি শ্রবণে আমি ততোধিক

কাতর হই অতএব তোমার দুঃখ হরণাভিপ্রায়ে যে পরামর্শ দিই তাহা শুন। কৃষক যখন তোমাকে ক্ষেত্রে লইয়া যুগারূঢ় করিয়া দেয় তুমি তখনি অমনি শুইয়া পড়িবা, প্রহার পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া উঠিবা না যদিও উঠ পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িবা, যখন তোমাকে গৃহে আনিয়া কলায় প্রভৃতি খাদ্য দেয় অসুস্থ চ্ছলে আহার করিবা না। এক দিন, দুই দিন, না হয় তিন দিন পর্য্যন্ত আহারাদি জল গ্রহণ ত্যাগ করিবা তাহাতে কষ্ট ক্লেশ শ্রম পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবা।

পরে সায়ংকালে কৃষক বৃষকে আহারাদি দিলে বৃষ গর্দ্দভের পরামর্শানুসারে যৎকিঞ্চিন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া অনাহারপ্রায় থাকিল। পর প্রত্যূষে লাঙ্গল বাহক ভুমিকর্ষণাভিপ্রায়ে অনড্বান্‌কে আনয়নার্থ আসিয়া দেখে যে অনড্বান্ অতি দুর্ব্বলাবস্থায় পীড্যমান্ আছে তাহাতে কৃষি ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় গৃহিকে জানাইল। বণিক পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবেচনা করত, বৃষ যে গর্দ্দভের মন্ত্রণানুযায়ী কপট পীড়ায় পীড়িত হইয়া শঠতা করিতেছে, ইহা মনোমধ্যে নিশ্চিত জানিয়া তৎপরিবর্ত্তে গর্দ্দভকে যুক্তযোয়ালী করিয়া দিবস সমুদয় ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। কৃষক তদাদেশ পালনে তদনুরূপ করিল।

IMPERIAL LIBRARY.

দিবাবসানে গর্দ্দভ গৃহে আইলে বৃষ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি বিনয়ে তাহাকে কহিল হে মিত্র অদ্য যে আমি ক্লেশ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তাহা কেবল২ তোমারি প্রসাদে হইয়াছে অতএব কৃতোপকার স্বীকার পুরঃসর অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। গর্দ্দভ প্রত্যুক্তিমাত্র না করিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক শোক সন্তাপে নিমগ্ন হইয়া মৌনী থাকিল।

পর দিবস যূথপতি পুনরায় গর্দ্দভকে যুক্তযূথ করিয়া সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিল। প্রদোষে গর্দ্দভ যোয়ালী ভার প্রযুক্ত বিত্বককন্ধর পরিশ্রমে অতি দুর্ব্বল হইয়া স্বস্থানে আইল। বৃষ তাহাকে এবম্বিধ শ্রান্ত একান্ত বিক্লান্ত দুর্দ্দশাবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া কোটি২ কৃতোপকার স্বীকার পূর্ব্বক তাহার অশেষ প্রশংসা করিল। খর মনে২ ভাবিল আমি তো ক্লেশ কষ্ট বিহীন হইয়া দিব্য ভোজন করত পরম সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিলাম। পর মঙ্গল চেষ্টায় আমার অমঙ্গল ঘটিল। পরোপকারে বা আমার কোন্ প্রয়োজন। পরহিতে আমার তো বিপরীত হইল।

ইত্যালোচনানন্তর খর বৃষকে কহিল হে মিত্র আমি যে তোমার হিতৈষী হইয়া যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমত সৎ পরামর্শই দিতে সচেষ্ট আছি তাহাতো

তুমি জান। অদ্য তোমার বিষয়ে কিছু অমঙ্গল কথা শুনিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় তোমার বিষয় কৃষককে এতাদৃশী আজ্ঞা দিয়াছেন, বৃষভ যদি ক্ষীণাবস্থা প্রযুক্ত স্বকর্ম্মাক্ষম হইয়া থাকে তবে তাহাকে মাংসজীবি স্থানে লইয়া যাও ক্রব্য বিক্রেতা তাহাকে নষ্টজীবন করিয়া তচ্চর্ম্মের কুতূ প্রস্তুত করুক অতএব পাছে তোমার শেষে অমঙ্গল ঘটে এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া তোমাকে সবিশেষ জানাইলাম এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তদুপায় চিন্তা করহ। তোমার সদা মঙ্গল হয় এই আমার বাসনা।

বৃষ, গর্দ্দভের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে আত্মা সতত রক্ষণীয় ইহা ভাবিয়া তৎ সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিল আমি পীড়াব্যাজে আর স্বকর্ম্মবিরত হইব না। যুথপতি আইলে অতি ঔৎসুক্য পূর্ব্বক অবিলম্বে যাইব। গৃহীও বৃষগর্দ্দভের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। পরে সেই সন্ধ্যায় বৃষভ সমগ্র খাদ্য ভক্ষণ করত অবশিষ্ট কিছু মাত্র না রাখিয়া ভক্ষণ পাত্র পর্য্যন্ত অবলেহন করিতে লাগিল।

পর প্রাতঃকালে বণিক স্বস্ত্রী সমভিব্যাহারে বৃষশালায় গমন করত তথায় উপবেশন করিলেন। কৃষকও আসিয়া বৃষভকে বহিরানয়ন করিল। বলীবর্দ্দ গৃহিকে

দেখিয়া প্রাণ রক্ষণাভিপ্রায়ে লাঙ্গুল লাড়ন আস্ফালন পূর্ব্বক হম্মাঽ শব্দে শব্দায়মান হইয়া এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিকে লম্প ঝম্প করত যথাসাধ্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। বৃষের এতাদৃশ আস্ফালনাদি ব্যবহার দর্শনে বণিক অত্যন্ত হাস্যরসে ঊর্দ্ধমুখে ধরণী পতিতপ্রায় হইলেন।

তদ্দর্শনে অজ্ঞাত ভাবাপন্না গৃহিণী অসঙ্গত বোধে বিস্মিতা হইয়া স্বামিকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার এত অতিরিক্ত হাস্যের কারণ কি। পতি প্রত্যুক্তি করিয়া কহিলেন কোন বিষয় আমার নয়ন শ্রবণ সংগোচর হওনে হাস্যাস্য হইয়াছি কিন্তু ইহার সবিশেষ প্রকাশ করিতে অশক্য, তৎ প্রকাশে নিশ্চিত জীবন হানি হইবে। গৃহিণী কহিলেন যাহা হউক তোমার হাস্য কারণ অবশ্য প্রকাশিতে হইবে। তাহাতে ভর্ত্তা কহিলেন তোমার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধি করিলে আমার নিশ্চয় মরণ হইবে অতএব মৃত্যু শঙ্কায় প্রকাশ করিতে পারি না। পত্নী কহিলেন তবে বোধ হয় অন্য কোন কারণ না থাকিবে কেবল আমাকে দেখিয়া হাঁসিয়াছ।

পরে তদব্যক্ত বিষয় ব্যক্ত করণার্থ স্বস্ত্রীর নানাবিধ অতিরিক্ত অবিরত পুনঽ মিনতি বিনতি সাধ্য সাধনানন্তর দন্দ বাগ্‌বিতণ্ডায় বণিক অতি ত্যক্ত-

চিত্ত নিরুপায় হইয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইলেন। তাহার স্ত্রী একে তাহার পিতৃব্য কন্যা ও অপত্যাপত্যের প্রসূতি, তাহে পতির শতাধিক বিংশতি বর্ষ বয়ঃ পর্য্যন্ত তৎ সহিত অতি সুখ সম্ভোগে সঙ্গবাসিনী সুতরাং প্রিয়ের প্রাণাধিক প্রেয়সী। অতএব স্বার্থবাহ স্বীয় অত্যন্ত স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত স্বমৃত্যু স্বীকার পর্য্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকাশোদ্যত হইয়া সন্ততি সন্তান-দিগকে একত্র করত স্বীয় ধনাদি সম্পত্তির প্রদান লিপি প্রস্তুতার্থ সসাক্ষি কাজিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

তদনন্তর ক্রয়বিক্রয়িক স্বীয় দারার পরিজনগণ ও সন্নিকটবাসি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনাইয়া আমূলত আপনার সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন আমার মর্ম্মাধীন বিষয় প্রকাশ মাত্রেই নিঃসন্দেহে আমার জীবন নাশ হইবে অতএব ইহার কর্ত্তব্যাবধারণার্থে মন্ত্রণা করহ। তাহাতে সভাস্থ সকলে এক বাক্য হইয়া বণিগ্‌জায়াকে কহিলেন তোমাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি তুমি এ বিষয় নিরস্তা হও তোমার সন্ততিসন্তানজনক এই তোমার সতত মমতা প্রকাশকারি প্রাণপতি ইহার অকারণে কেন বিনাশ ঘটাও। বণিক ভার্য্যা কহিলেন মরেণ মরুণ আমাকে এ বিষয় কহিতেই হইবে।

তাহার এ প্রকার বচন শ্রবণানন্তর সভাস্থ জনেরা স্তুতি কাকুতি মিনতি বিনতি প্রার্থনা যাচনাদিতে নিবৃত্ত হইয়া নিস্তব্ধ থাকিলেন।

বণিক্ নিরুপায় হইয়া, গোপনীয় প্রকাশান্তে মরি, এতৎ কহত সুমৃত্যু স্বীকার করত তদভিপ্রায়ে যথাবিধি শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করণার্থ গৃহবহিঃস্থ হইয়া মল্লুরাভিমুখে যাইতেছেন, ইতি মধ্যে পঞ্চাশৎ কুক্কুটীস্বামী স্বীয় কুক্কুট ও তস্কর নিবারক গৃহপাল কুক্কুরের পরস্পর কথোপকথন তাহার কর্ণগোচর হইল। মৃগদংশক তাম্রচূড়কে যথেষ্ট পরিবাদ ভর্ৎসনাদি করত বলিতেছে একি আমোদ প্রমোদের সময়, জান না যে আমাদের প্রতিপালকের আসন্ন কাল উপস্থিতপ্রায়। তাম্রচূড় জিজ্ঞাসিল সে আবার কেমন, তাহাতে কুক্কুর পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে কুক্কুট কহিল সেকি, কর্ত্তা মহাশয়ের কি বোধ ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই। আমার পঞ্চাশটা স্ত্রী তাহাদের পুনঃ কাহার অনুরাগ কাহার বিরাগ জন্মে তথাপি ইহাকে সন্তোষ উহাকে শাসন করত সমুদয়কে স্বীয় অধীনে রাখি। কর্ত্তার একমাত্র স্ত্রী তাহাকেও কি শাসন করণে অক্ষম। তিনি এই করুন, তুঁত বৃক্ষের শাখা লইয়া স্বস্ত্রীর আগারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মরণ বা ত্রুটি স্বীকার

করণ পর্য্যন্ত তাহাকে অনবরত প্রহার করুন, তাহাতে গৃহিণী আর কখন কোন বিষয়ে এমত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। এতাদৃশ অবাধ্য স্ত্রীদের এই সমুচিত ফল। বণিক্ কুক্কুরের প্রতি কুক্কুটের এতাদৃশ বচন শ্রবণে নিদ্রোত্থিতপ্রায় সচেতন হইয়া বিবেচনা করণানন্তর ভার্য্যাকে দণ্ড প্রহার করিতে স্থিরমনা হইলেন।

সচিববর শাহারাজাদী নাম্নী সুনন্দিনীকে কহিলেন, বণিক্ স্বভার্য্যার প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাদৃশ তোমার প্রতি করা আমার কর্ত্তব্য বোধ হয়। কন্যা কহিলেন বণিক্ কি করিলেন। সচিব প্রত্যুক্তি করিলেন, বণিক্ তূঁত বৃক্ষের কতিপয় বিটপ সংগ্রহ করত অন্তঃপুরে তাহা সংগোপনে সংরক্ষণ পূর্ব্বক স্বস্ত্রীকে কহিলেন অন্তঃকুটীরে আমার সহিত আইস, নির্জনে তোমাকে মম মর্ম্মাধীন বিষয় প্রকাশিয়া জীবন হারাই।

তাহাতে ভার্য্যা আগারমধ্যে প্রবিষ্টা হইলে বণিক্ দ্বার রোধন পূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আঘাতাতিশয়ে বণিগ্জায়া মূর্চ্ছিতা প্রায় হইয়া স্বীয় গুরুতর অপরাধ স্বীকার করত পতির পাণি চরণ চুম্বন করিলেন। পরে সস্বামিকা সভামধ্যে পুনরাগতা হইলে বণিগ্জায়ার

পরিজন সভাজন সমূহ হৃষ্টচিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইলেন। বণিক্ তৎকালাবধি স্বকলত্র সহিত লোকান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অসীম সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিলেন।

সচিবতনয়া পিতার অভিহিত সমস্ত বচন শ্রবণানন্তর কহিলেন পিতঃ মরি মরিব, আমার প্রার্থনানুরূপ কর্ত্তব্য অতএব কার্য্য সাধনে সত্বর তৎপর হউন। অতঃপর সচিবর দুহিতাকে নানা দুর্মূল্য বেশ ভূষণ রত্নালঙ্কারাদিতে বিভূষিতা করিয়া শাহারিয়ার রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সচিবনন্দিনী পিতৃভবন হইতে বিদায় কালে স্বীয় অনুজাকে এবম্প্রকার উপদেশ দিয়া শিখাইয়াদিলেন, আমি রাজসদনোপস্থিতা হইলে তথায় তোমার আগমনের প্রার্থনা করিব। তুমি আগমন করিয়া শুভ সময় দেখিলে আমাকে কহিবা, হে সহোদরে নিদ্রার অনাকর্ষণ প্রযুক্ত রজনী জাগরণোপশমার্থ কোন মনোরমা আশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণনা করহ, তাহাতে আমি এক উপন্যাস কহিব এবং যদি ঈশ্বরের অভিমত হয় তদ্দ্বারাই আমাসকলের প্রাণ পরিত্রাণের উপায় হইবে।

তদনন্তর নন্দিনী সহ মন্ত্রিবর রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে নৃপবর হৃষ্টহৃদয় হইয়া জিজ্ঞাসিলেন আমার আদিষ্ট আনীত হইয়াছে, তাহাতে সচিববর প্রত্যুত্তর

করিলেন যে আজ্ঞা মহারাজ আনীত হইয়াছে। এতৎ মাত্র কহত বিদায় লইলেন। তদনন্তর মহীপাল অন্তঃপুরস্থ বিলাশ ভবনে আগমন পূর্ব্বক দেখেন, মন্ত্রিকন্যা অশ্রুপাত পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন তাহাতে ভূপাল জিজ্ঞাসু হইলেন কি দুঃখে দুঃখিনী হইয়া কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ। সচিবতনয়া প্রত্যুক্তি করিলেন হে মহারাজ আমার অনুজা এক সহোদরা আছে তাহার স্থানে বিদায় লইতে অত্যন্ত বাসনা করি। তাহাতে ভূপাল তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনয়নার্থ আদেশ করিলেন।

অনন্তর অনুজা অবিলম্বে আসিয়া স্বীয় ভগ্নীকে প্রেমালিঙ্গন করণানন্তর পর্য্যঙ্কের পাদভাগপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া থাকিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে অনুজা পূর্ব্ব স্থিরীকৃত পরামর্শানুসারে সুসময় জানিয়া অগ্রজাকে কহিলেন হে সহোদরে নিদ্রার অনাকর্ষণ প্রযুক্ত রজনী জাগরণোপশমার্থ কোন আশ্চর্য্য মনোমহিনী কাহিনী বর্ণনা কর। তাহাতে শাহারাজাদী বলিলেন যদি ধার্ম্মিকবর মহারাজ প্রসন্ন হইয়া শুভানুমতি করেন, তবে তবাভিলষিত পূর্ণার্থ উদ্যতা আছি। নৃপতি কোন কারণে মনের অসুখে বিনিদ্র ছিলেন, অতএব সহোদরাদ্বয়ের পরস্পর বাক্‌বচন শুনিয়া কাহিনী শ্রবণেচ্ছু হইলেন। এতদ্রূপে

শাহারাজাদী একাধিক সহস্র নিশির প্রথম নিশিতে উপন্যাস উপক্রম করিলেন।

---

১ কুসুম।

বণিক্ ও জিনের উপন্যাস।

হে সদানন্দ মহারাজ প্রসিদ্ধ আছে এক মহা ধনিক বণিক্ ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিক্স্থ দেশ দেশান্তর পর্য্যটন পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় বিনিময় দানাদান প্রভৃতি বাণিজ্যাচার করিয়া থাকেন। একদা স্বার্থবাহ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক স্বার্থ আদায়ার্থ সমীপস্থ অনতিদূরস্থ দেশে যাত্রা করিতেছেন, ইতিমধ্যে পথিমধ্যে সূর্য্যসন্তাপে সন্তাপিত হইয়া পথ পার্শ্বস্থ উদ্যান মধ্যস্থ এক তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন। পরে অশ্বপ্রবেণীসংলগ্নগোণীস্থিত খাদ্য সামগ্রী হইতে কিঞ্চিৎ নির্গত করত এক খণ্ড পিষ্টক ও একটি খর্জ্জুর ভোজনানন্তর তদষ্ঠী প্রক্ষেপ করিবা মাত্র অচিরাৎ নিষ্কোষ শস্ত্রপাণি অনুপম দীর্ঘকায় এক জিন্ তাহার সাক্ষাৎকারে সমুপস্থিত হইয়া ঘোরতর ভয়ঙ্কর স্বরে বলিল ত্বরায় গাত্রোত্থান করহ, যেমন আমার পুত্রকে বধ করিয়াছ তেমনি তোমাকে বধ করি। বণিক্ শঙ্কাকম্পিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কোন্ সময়ে কি প্রকারে আপনকার পুত্রের জীবন নাশ করিলাম। জিন্ প্রত্যুত্তর করিল খর্জ্জুর ভোজনান্তে অষ্ঠী নিঃক্ষেপণ কালে পক্ষিপ্ত

অষ্ঠী মদীয় পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করাতে অদৃষ্টক্রমে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হইল। পণ্যাজীব, জিনের এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন সত্য আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট। ঈশ্বরের স্থানে আমাদিগকে পুনঃ যাইতে হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বর ব্যতীত অপরমাত্রেরি শক্তি পরাক্রম নাই। হে জিন্ যদি তোমার তনয়ের সংহার করিয়া থাকি তাহা জ্ঞাতসারে করি নাই, অনভিপ্রেত অজানত করিয়াছি অতএব প্রার্থনা করি ক্ষমা করুন। জিন্ প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল তাহা কোন মতেই হইতে পারে না, আমার পুত্রহত্যায় তোমায় স্বহত্যা ভোগ করিতে হইবে। ইহা কহত পণ্যাজীবকে আকির্ষণ করত ক্ষিতিতলে ক্ষেপণ করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইলে বণিক্ বিলাপ ক্রন্দনাতিশয় করত জিন্কে কহিলেন আমি আপনাকে এবিষয় ঈশ্বর হস্তে সমর্পণ করি, তিনি যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা কেহ অন্যথা করিতে পারে না।

পরে রোদন পূর্ব্বক এই কাব্যবৃত্ত আবৃত্ত করত কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। সুখদ দুঃখদভাবে কালদ্বিবিধ হয়, জীবনেরও ভাগদ্বয় হয় এক নিঃশঙ্ক আপদমুক্ত অপর সশঙ্ক আপদযুক্ত। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্তদুরবস্থের নিন্দককে কহ, উচ্চতম গিরিচূড়ায়

বজ্রাঘাত হয়। শব নীরে ভাসে, মহামূল্য মুক্তা অগাধ সলিলে থাকে। কাল মাহাত্ম্যে লক্ষ্মী অলক্ষ্মী হন। আকাশমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র থাকিলেও গ্রহণ কেবল সূর্য্যচন্দ্রেরই হয়। পৃথ্বীমধ্যে পৃথগ্বিধ শুষ্কা-শুষ্ক নবীনানবীন ক্ষিতিরুহ আছে ফলতঃ ফলবন্ত তরু প্রতিই প্রস্তর প্রক্ষিপ্ত হয়। তুমি শুভাদৃষ্টকালে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিয়া অলক্ষ্মীর ভাবি দুর্ঘটনা চিন্তা কর নাই।

বণিকের এতাদৃশী আবৃত্তি অবসানে জিন্ তাহা-কে কহিল মিথ্যা বাগ্বিস্তারের প্রয়োজন কি, তোমার মরণ অবর্জ্জনীয়। স্বার্থবাহ কহিলেন হে জিন্ আমার অপরিশোধিত ঋণ অনেক আছে এবং আমার স্থানে প্রণিহিত বিত্ত ও নিজেরও বহু ধন সম্পত্তি আছে। তদিতর আমার কলত্র অপত্যাপত্য আছে, অতএব সকরুণ হইয়া আমাকে স্বগৃহে একধা যাইতে দিউন। আমি যাহার যে প্রাপ্তব্য তাহা প্রত্যেককে প্রদান করিয়া এস্থলে প্রত্যাগমন করিব, তৎকালে আপনকার মন্তব্য যাহা তাহাই করি-বেন। আমি ধর্ম্মতঃ নিষ্কপট হৃদয়ে ব্রতবন্দী হইতেছি আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর এ বিষয়ের সাক্ষী। বণিকের এতাদৃশ বচন শ্রবণানন্তর

জিন্ তাহাকে ব্রতবদ্ধ করত বৎসরাবসান পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড ক্ষমা করিয়া প্রমোচন করিল।

স্বার্থবাহ জিনের সহিত এপ্রকার ধর্ম্মতঃ নিয়ম করত স্বধামে সমাগত হইয়া স্বমনস্থ সমস্ত প্রতিপত্তি করণার্থ উত্তমর্ণ সকলের ঋণ সমুদয় পরিশোধ করিয়া স্বস্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে আপনার বিদেশ-গমন কালে পথিমধ্যে দৈবঘটিত বিবরণ সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞাপন করিলেন। তদ্বিবরণ শ্রবণে বণিকের পতিপ্রাণা পত্নী পুত্রকন্যা পরিজন ও দাসী-বর্গ সকলেই বিলাপ করত ক্রন্দনাতিশয় করিতে লাগিলেন। অতঃপর বণিক্ সর্ব্বসমাপন পূর্ব্বক আত্মজাত্মজার প্রতিপালানার্থ স্বীয় মনোনীত জনেক অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া পরিবারের সহিত বৎস-রের শেষ পর্য্যন্ত যাপন করিলেন।

পরে স্বীয় ভাবি মৃত্যু প্রতীক্ষায় শবাচ্ছাদনীয়বস্ত্র কক্ষে করিয়া স্বীয়কলত্রাদি স্বকুল সাকুল্য গৃহজন পরিজন প্রতিবাসি সমূহ স্থানে বিদায় লইয়া ব্রতবদ্ধতা প্রযুক্ত পণপালনার্থমাত্র পাকতঃ নির্গমন করিলেন। তাঁহার পরিজনগণ সকরুণ স্বরে চীৎকার হাহাকার করিতে লাগিলেন। পরে বণিক্ যাত্রা করত নববর্ষারম্ভ দিবসে প্রাগুক্ত উদ্যানে উপনীত হইয়া অনতিবি-

শঙ্গে মৃত্যুসম্ভাবনায় ভাবনাভিভূত হইয়া উপ-বেশন পূর্ব্বক শোকনিমগ্নান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে কণ্ঠশৃঙ্খলবাতমৃগীর অগ্রণী বার্দ্ধক্যাবস্থ এক জন সেথ অর্থাৎ প্রবীণ ঐ বণিকের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া, তোমার কল্যাণ হউক দীর্ঘ জীবী হও, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করত জিজ্ঞাসু হইলেন, এই জিন্ জাতীয়দের গমনাগমন স্থান তুমি এস্থলে একাকী বসিয়া কি করহ। তাহাতে বণিক্ জিনের সহিত আপনার যাহা ২ ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে প্রকাশ করিলে ঐ হরিণী-স্বামী সেথ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ প্রাণপণ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা পরিপূরণা-ভিপ্রায়ে এখানে সমাগত হইয়াছ ইহাতে তোমার যথেষ্ট সদাচরণ জনিত যাথার্থ্য প্রকাশ পাইতে-ছে। তোমার এ বিবরণ অতি চমৎকার, তাহা জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ে খোদিত হইলে উপদেশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি-দের প্রতি সদুপদেশ হয়। হে ভ্রাতঃ জিনের সহিত তোমার অবশেষে কি ঘটে তাহা দেখিতে সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছি অতএব তোমার সহিত এস্থানে থাকিব। ইহা কহত বাতায়ুস্বামী বণিকের স্বপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পরিভাষণে কালহরণে থাকিলেন।

বণিক্ ক্রমশঃ শোকসন্তাপনিমগ্নান্তঃকরণে অতি মাত্র শঙ্কায় সংত্রস্ত ভীতিবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।

ইতিমধ্যে কালবর্ণ কুক্কুরদ্বয়ের আনেতা অন্য এক জন সেখ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্ভাষণ পুরঃসর তাহাদিগকে জিন্ জাতীয়দের গমনাগমন স্থানে উপবেশনাভিপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন। তাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপর আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

পরে দ্বিতীয়াগত সেখ উপবেশনোদ্যত মাত্রেই চিত্র বিচিত্র অশ্বতরসমভিব্যবহৃত তৃতীয় জন সেখ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাগত সেখদ্বয়সদৃশ জিজ্ঞাসাবাদ করত আমূলতঃ সমস্ত সবিশেষ বিজ্ঞপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অনতিবিলম্বে আচম্বিতে প্রান্তরস্থিত রজঃ সমালোড়িত হইয়া মহৎ বিপুল বিবৃত্ত স্তম্ভরূপে তাহাদের প্রতি আসিতে লাগিল। পরে পাংশু নিবৃত্ত হইলে ভীম লোচনদ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গপ্রক্ষেপী নিষ্কোষশস্ত্রপাণি ঐ জিন্ সপ্রকাশ হইল। তদনন্তর সেখদিগের মধ্য হইতে বণিক্‌কে আকৃষ্ট করত কহিল সদ্যই গাত্রোত্থান কর মম প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রাণ পুত্রের প্রাণনাশ দোষজনিত প্রতিফল প্রদানার্থ তোমার প্রাণান্ত করি। তাহাতে

বণিক্ অতিশয় কাতর হইয়া রোদন পরিবেদন করিতে লাগিলেন। তাদৃশ সেখত্রয় সমবেদনা প্রকাশ করত হাহাকারে ক্রন্দন বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পরে বাতমৃগীস্বামী প্রথম সেখ স্থিরচিত্ত হইয়া জিনের পাণিচুম্বন পূর্ব্বক সানুনয়ে তাহাকে কহিলেন হে জিন্‌রাজরাজীশিরোরত্ন এই উপস্থিত বাতায়ুর ও আমার আখ্যায়িকা আপনকার স্থানে প্রকাশ করণানন্তর যদি তাহা এই বণিকের দৈবঘটনাধিক আশ্চর্য্য বোধ করেন তবে তাঁহার রক্তপাতদায়ের অংশত্রয়ের একাংশ কি আমাকে প্রদান করিবেন। এই প্রশংসিত প্রার্থনায় জিন্ স্বীকৃত হইলে বাতমৃগীস্বামী স্ববিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম সেখ ও হরিণীর উপন্যাস।

হে জিন্ এই বাতমৃগী আমার স্বকুলোদ্ভবা, আমার পিতৃব্য দুহিতা। তাহাকে তরুণ্যাবস্থায় পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পরিগ্রহণ করিয়া ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করি। পরন্ত সন্তানাভাব প্রযুক্ত সতত চিন্তিত থাকি। পরে অপত্য অসম্ভাবনায় হতাশ হইয়া শেষে উপস্ত্রীভাবে একদাসী গ্রহণ

করিলাম। তাহার গর্ভজাত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অতি মনোহর লোচনানন্দদায়ী পদ্মলোচন লাবণ্যপরিপূর্ণভ্রূচাপবিশিষ্ট সদ্যোদিতপূর্ণচন্দ্রানন এক পুত্র জন্মে। কালসহকারে তনয় শশিকলাবৎ অহরহঃ পরিবর্দ্ধমান হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক হইল। এমত সময় দৈবাৎ আবশ্যক অনুরোধে কোন নগরীতে শুভ গমন করণের প্রয়োজন হইলে বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদি সম্বলিত বিদেশে প্রয়াণ করিলাম।

মম ভার্য্যা এই উপস্থিতা বাতমৃগী অজাতযৌবনাবস্থায় কার্ম্মণ দৈবগণনা কুহকাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইয়া তদ্বিষয়ে অতি প্রবীণা ছিল। অতএব আমার অবর্ত্তমানে অবসরক্রমে দাসীগর্ভজাত মম পুত্রকে মন্ত্রসারদ্বারা দেহান্তর করত গোবৎসাকৃতি করিয়া তদীয় জননীকে মূর্ত্ত্যন্তরে সৌরভেয়ী করিয়া গোপালক হস্তে সমর্পণ করে।

তদনন্তর বহুদিবসোত্তর স্বদেশে আগমন করত স্বালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় তনয় ও তদীয় জননীর শুভাশুভ সবিশেষ জিজ্ঞাসু হইলে মম ভার্য্যা প্রত্যুক্তি করিল দাসীতো পরলোক প্রাপ্তা হইয়াছে, তাহার সন্তান পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে কোথায় গিয়াছে কোথায় বা আছে কে জানে। এই অমঙ্গল

সমাচার শ্রবণানন্তর নিয়ত অশ্রুপাত করত বিষাদ-বিশিষ্টান্তঃকরণে বৎসরেক কাল হরণ করি।

অতঃপর মহোৎসর্গোৎসব সময় সমুপস্থিত হইলে হৃষ্টপুষ্ট, মেদবিশিষ্ট নৈচিকী আনয়নার্থ বল্লবকে সংবাদ দ্বারা আদেশ করিলাম। তদাদেশানুসারে পালরক্ষক এক রোহিণী আনিল। কিন্তু সে যথার্থ গাভী নহে, এই বাতমৃগী কর্ত্তৃক মূর্ত্ত্যন্তরীকৃতা স্বীয় পুত্রজননী আমার উপভোগ্যা। গোকে হৃষ্ট-পুষ্টা দেখিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ও হস্তাবরক ঊর্দ্ধাকর্ষণ পূর্ব্বক সুপ্রখর ছুরিকাপাণি হইয়া তৎকণ্ঠোচ্ছেদ-নোদ্যত হইবা মাত্র গোটা দুঃখার্ত্তিনী গদ ২ কণ্ঠে শব্দায়মানা হইয়া কাতরাইতে লাগিল। তাহাতে অনুকম্পাপ্রযুক্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হওত স্বয়ং তাহার প্রাণ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া পালরক্ষককে তদ্‌ভারার্পণ করিলাম। আভীর গাভীর হনন পূর্ব্বক বিত্বক্‌ করত অস্থি চর্ম্মব্যতীত মাংস মেদ মজ্জা কিছুমাত্র পাইল না। অতএব গাভীর বিফল বধে নিস্ফল খেদ করিয়া তাহা গোপালকে প্রদান করিলাম।

পরে বসাবিশিষ্ট পুষ্ট গোবৎসের আনয়নার্থ আদেশ করিলে গোপাল দেহান্তরীকৃত গোবৎসরূপী মদীয় তনয়কে অবিলম্বে আনয়ন করিল। সকৃৎকরি

আমাকে দেখিবা মাত্র রজ্জুচ্ছেদন পূর্ব্বক ধাবমান হইয়া মম গাত্রে শিরোঘর্ষণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করত হম্মা ২ ধ্বনিতে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। গোবৎসের এপ্রকার ব্যবহার দর্শনে তৎপ্রতি সকরুণ হইয়া পালরক্ষককে কহিলাম একটা গাভী আনয়ন কর এবং——

এতাবন্মাত্র কহত সচিবকন্যা শাহারাজাদী নিশি অবসানে পূর্ব্বদিক্ ভাগে ভানূদয় দর্শনে রাজানুমত কথিত উপাখ্যানের নিবৃত্তি করত মৌনাবলম্বিনী হই-লেন। অনুজা তাঁহাকে কহিলেন হে সহোদরে ত্বদীয় বিবৃত উপন্যাস অত্যুৎকৃষ্ট হর্ষকর সুমধুর মনোহর। অগ্রজা কহিলেন ইহাতো অতি সামান্য, মহা-রাজের ক্ষমা প্রসাদে যদি অদ্য জীবনদান পাই তবে আগামি যামিনীতে যে কাহিনী কহিব তচ্ছ্রবণে অশেষ প্রশংসা করিবা। ভুপাল মনোমধ্যে স্থির করিলেন ইহার উপন্যাসের উদ্বৃত্ত ভাগ না শুনিলে ইহার প্রাণনাশ করিব না। এতদ্রূপে তাঁহারা পরমকৌতুকে রসপ্রসঙ্গে যামিনী যাপন করিলেন। প্রত্যূষে নৃপাল ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচা-রালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তথা মুখ্য মন্ত্রীও স্বকন্যার বধাজ্ঞা প্রতীক্ষায় শবাচ্ছাদনভুষণ স্বকক্ষে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নৃপাল সচিববরকে যামিনী-

ঘটিত কিছুমাত্র না জানাইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকে পদনিযুক্ত কাহাকে বা পদভ্রষ্ট করত অর্থিপ্রত্যর্থির বাদ প্রতিবাদ পর্য্যালোচনানন্তর নিষ্কর্ষ করত দিবাবসানে সভাভঙ্গ পূর্ব্বক স্বীয় মন্দিরস্থ অন্তঃপুরাভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে সচিববর অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় নিশি।

দ্বিতীয়া রজনী উপস্থিতা হইলে শাহারাজাদী উপন্যাস অনুবৃত্তি করণ পূর্ব্বক কহিলেন হে রাজন্ ঐ বাতমৃগীস্বামী সেখ দেহান্তরিত স্বীয় পুত্র গোবৎসের অক্ষি হইতে জলধারা বহন দর্শনে স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পালরক্ষককে কহিলেন এই গোবৎসটাকে লইয়া যাও এটা পালমধ্যে থাকুক। জিন্ এই অদ্ভুত উপন্যাস শ্রবণে অতি বিস্ময়ী হইলে এবং বাতমৃগীস্বামী স্বীয় বিবরণ ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন। হে জিন্‌রাজেশ্বর মদীয় বিবৃত নিবেদিত এতাবৎ ঘটনা দেখিয়া আমার পিতৃব্য কন্যা এই বাতমৃগী কহিল, উহুঁ তাহা কেন, এটাতো বিলক্ষণ পুষ্ট আছে ইহাকেই বধ কর। কিন্তু অনুক্রোশ প্রযুক্ত তাহাতে অক্ষম হইয়া গোবৎসকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলে পালরক্ষক তন্মত করিল।

পরপ্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করত স্বগৃহে উপবেশন কালে গোপাল সন্নিহিত হইয়া সমা-বেদন করিল, কর্ত্তার অনুমতি হইলে কোন বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করি, আপনি শুনিলে হর্ষানন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মঙ্গলবার্ত্তা প্রকাশক এই দাসকে পারিতোষিক প্রাপণোপযোগ্য বোধ করিয়া অবশ্য কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিবেন। গোপালের এতা-দৃশ বাক্‌শ্রবণে তাহার অভিপ্রায় প্রকাশানুমতি প্রদান করিলে গোপাল কহিল।

বণিক্ মহাশয় নিজদাসের বিজ্ঞাপনে অবধান হউক। আমার এক দুহিতা আছে সে নবীনাবস্থায় আমার পরিজন মধ্যে এক প্রাচীনাস্থানে কার্ম্মণ বিদ্যা শিখিয়া তদ্বিদ্যায় অতি নিপুণা হইয়াছে। গত কল্য আপনকার আদেশানুসারে গোবৎসকে লইয়া যাওনকালে স্বগৃহে উপস্থিত হইলে কন্যা গোবৎস দেখিবা মাত্র বদন বসনাচ্ছাদন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রোদন করিয়া পরে হাস্যাস্য হইয়া কহিল আই আই একি অসম্ভব, পিতঃ আপনকার গোচরে কি আমি এমত নীচ অধঃ-পাতিনী হইয়াছি যে আপনি আমাকে পরপুরুষের অক্ষিগোচর করিলেন। তাহাতে আমি অতি বিস্ময়া-পন্ন হইয়া কহিলাম সে কি মা দিনমানে স্বপ্ন দেখিতেছ না কি, পরপরুষ কোথায় পরপুরুষের গন্ধমাত্র এ

স্থানে নাই। আর বাছা তোমার হাস্যেরই বা কারণ কি ও তোমার ক্রন্দনেরই বা কারণ কি তাহা আমাকে বল। তাহাতে কন্যা কহিল পিতঃ যাহা বলি তাহা শুনুন্। তোমার সমভিব্যাহৃত এই গোবৎস গোবৎসরূপী মাত্র, ইনি আমাদের কর্ত্তৃ বণিক্ মহাশয়ের আত্মজ, কর্ত্রী ঠাকুরাণী ইহাঁকে ও ইহাঁর জননীকে বশক্রিয়ায় বশীকৃত করিয়া রূপান্তর করিয়াছেন এতজ্জন্য তাঁহাকে দেখিয়া আমার হাঁসি পাইল। আর যে হাঁসিয়া অব্যবহিত পরেই অশ্রুপাত করিলাম তাহারও কারণ শুনুন্। এই গোবৎসাকৃতি মহাধননন্দনের মাতার মরণ স্মরণ জনিত শোক সম্বরণে অশক্তা হইয়া তাহা করিলাম। কেননা ইহাঁর জনক বণিক্ স্বীয় সন্তানজননী বশীক্রিয়া দ্বারা যে দেহান্তরীকৃতা হইয়াছিল তাহা কিছুমাত্র না জানিয়া স্বাভাবিকা গাভী বোধে তাহাকে হত করিয়াছেন।

কন্যার এবম্বিধ অসম্ভাবিত বাক্য শুনিয়া অদ্ভুত বোধে বিস্ময় হইয়া অবাক হইলাম। পরে সূর্য্য কিরণোদয় না হইতে ২ অতি অহর্ম্মুখে আপনকাকে সবিশেষ জানাইতে একপাদে দ্রুত আসিয়াছি।

হে জিন্ পালরক্ষকের সমাবেদনে অতি মাত্র সুখ সন্তোষে প্রমত্ত নিরতিশয় আনন্দে মত্ত হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে তদ্ভবনে উপস্থিত লইলাম। গোপ-

কন্যা অচিরাৎ আসিয়া পাণিচুম্বন পূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং গোবৎসও তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমার গাত্র লেহন করিতে লাগিল। পরে গোপাল তনয়াকে জিজ্ঞাসিলাম বাছা এ গোবৎসের বিষয় যাহা প্রকাশ করিয়াছ সে কি সত্য? গোধুক্‌কন্যা উত্তর করত কহিল কর্ত্তা সকলি সত্য, যথার্থ বলিতেছি ইনি নিশ্চয় আপনকার প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়পুত্র। তাহাতে ব্যগ্রচিত্তাতিশয়ে তাহাকে কহিলাম যদি কোন মতে আমার এই পুত্রকে এতদবস্থা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত করিয়া দিতে পার তবে তোমার পিতৃহস্তে সমর্পিত আমার যত পশুপাল ও তদ্ভিন্ন আমার যত বিষয়াদি সম্পত্তি আছে সর্ব্বস্ব তোমাকে প্রদান করিতে ধর্ম্মতঃ স্বীকার করিতেছি, ইহার অন্যথা কদাচ হইবে না। তুমি আমার এই মহতী সহকারিতা কর। গোপালতনয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক অধোবদনে নিবেদন করিল। কর্ত্তা গো আমি পরধনাভিলাষিণী স্বার্থপরা নহি ধন সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। আপনি দুই মাত্র বিষয়ে সুপ্রতিজ্ঞ হইলে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইবেক। প্রথমতঃ আমাকে আপনকার এই পুত্রসহ শুভ বিবাহে সংমিলিতা করুন। দ্বিতীয়তঃ যৎকর্ত্তৃক আপনকার তনয় এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাকে

মন্ত্রসার দ্বারা বশীকরণানুমতি দিউন নচেৎ তাহার ইন্দ্রপাশ হইতে আমার রক্ষণ পরম দুষ্কর।

গোপাল দুহিতার এতাবৎ কথা শুনিয়া তদেপ্সিত প্রদান প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তদর্থনাধিক তৎপিতৃহস্তে সমর্পিত মদীয় সর্ব্বস্বদানে স্বস্বীকৃত হইয়া পিতৃব্য কন্যা মম ভার্য্যার প্রাণ নাশ পর্য্যন্তেও সম্মত হইলাম। তাহাতে সেই কন্যা বারিপরিপূর্ণা বাটী হস্তে লইয়া মন্ত্র পাঠানন্তর গোবৎস গাত্রে তন্নীর নিঃক্ষেপণ পূর্ব্বক কহিল যদি ঈশ্বর সর্জ্জনে গোবৎস হইয়া থাক তবে তব তদাকৃতিই থাকুক, আর যদি কার্ম্মণ মন্ত্র প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাক তবে সদা প্রশংসিত পরমেশ্বরের প্রসাদে স্বাভাবিক স্বরূপ রূপ ধারণ কর। তাহাতে গোবৎসরূপী অচিরাৎ হেলন দোলন কম্পন করত স্বাকৃতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক মানবদেহে সপ্রকাশ হইল।

তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণাধিক প্রিয়আত্মজকে নিজ বাহুদ্বয়েতে বদ্ধ করিয়া দৃঢ়ালিঙ্গন চুম্বন করত কহিলাম ওরে বৎস আমার পিতৃব্য কন্যা তোমার ও তোমার মাতার বিরুদ্ধে যে শত্রুতা করিয়াছিল সে সকলি বল। তাহাতে পুত্র তাবৎ বৃত্তান্ত সবিশেষে সুগোচর করিলে তাহাকে অশেষ আশ্বাস প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিলাম বাছা পরমেশ্বর

তোমার উদ্ধার সমর্থা ও তোমার শত্রুর সমুচিত প্রতিফল প্রদানসক্ষমা এক জনাকে যোগাইয়া দিলেন। পরে পালরক্ষকের কন্যার সহিত আমার পুত্রের শুভ বিবাহ শুভলগ্নে সুসম্পন্ন করিলাম। তদনন্তর পুত্রবধূ আমার ভার্য্যাকে কুহক মন্ত্রদ্বারা দেহান্তর পূর্ব্বক বাতমৃগী রূপী করিয়া দিলেন। সংপ্রতি পর্য্যটনকালে এই পথ দিয়া গমন করিতেছিলাম ইতি মুধ্যে এই বণিকের সন্দর্শন পাইয়া তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বিজ্ঞপ্ত হইয়া অদৃষ্টক্রমে শেষে তাহার কি ঘটে ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার সঙ্গে থাকিলাম। এই পর্য্যন্ত মম বৃত্তান্ত।

জিন্ এতাবৎ বচন শ্রবণানন্তর কহিলেন সত্য ইহা আশ্চর্য্য উপাখ্যান, আমি সুপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা কদাচ হইবে না অতএব ইহার রক্তপাতদায়ের তৃতীয়াংশ তোমাকে প্রদান করিলাম।

পরে মৃগদংশকদ্বয়স্বামী দ্বিতীয় সেখ অগ্রঃসর হইয়া জিন্ সমীপে নিবেদন করিলেন হে জিন্ আমিও আপনার ও এই কুক্কুরদ্বয়ের বিবরণ ব্যক্ত করি তাহাতে তদ্রূপ আশ্চর্য্য বোধ করিলে আমাকেও তো এই বণিকের রক্তপাতদায়ের তৃতীয়াংশ প্রদান করিবেন। জিন্ বলিলেন তথাস্তু। এইরূপে

জিন্‌কে প্রতিশ্রুত করত স্ববিবরণ প্রকাশোদ্যত সেখ উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় সেখ ও কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরদ্বয়ের উপন্যাস।

হে জিনরাজেশ্বর এই দুই কুক্কুর আমার সহোদরদ্বয়। জনক আমাদিগের ভ্রাতৃত্রয়কে তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া লোকান্তর্গত হন। পরে আমি উপজীবিকা নিমিত্ত পণ্যবীথিকা স্থাপিতা করিয়া ক্রয়বিক্রয় ক্রিয়াতে নির্ভর করত দিনপাত করিয়া থাকি। আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করত ব্যাপারার্থ বিদেশ গমন করিলেন। পরে তিনি পণ্যাজীবমণ্ডলীসহ সংবৎসর প্রবাসে থাকিয়া শেষে দীনহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত শূন্যহস্ত স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তাহাকে এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দীনহীন বিপন্ন দেখিয়া কহিলাম আমি তো তোমাকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলাম, তুমি কি নিমিত্ত বাণিজ্যার্থ বিদেশ যাত্রা করিলা। বিদেশে প্রবাসের এই তো ফল। তাহাতে তিনি অশ্রুপাত করত কহিলেন হে ভ্রাতঃ সদাপ্রশংসিত পরাক্রমী, যে পরমেশ্বর তাঁহারই নিরূপণানুসারে ইহা ঘটিয়াছে তবে মিথ্যা বাক্‌দণ্ড প্রয়োগের প্রয়োজন কি, আমি

তো অভব্য অকিঞ্চন সহায়বিহীন অপ্রতুলগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছি। তাহার এই কথাতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিপণিমধ্যে আনিলাম। পরে স্বয়ং তাহার সহিত স্নানকুণ্ডে যাইয়া স্নানানন্তর তাহাকে স্বীয় অতি দুর্মূল্য বসন পরিহিত করিয়া তৎসহ ভোজনোপবিষ্ট হইলাম। অনন্তর সহোদরকে কহিলাম হে ভ্রাতঃ আমার মুলধন ব্যতীত পণ্যবীথিকোৎপন্ন সাংবৎসরিক উপার্জ্জন সংখ্যা নিরূপণ করিয়া দ্বিভাগে বিভাগ করি। একাংশ তোমার অপরাংশ আমার হইবে। পরে এতদভিপ্রায়ে লভ্যের সংখ্যা করত নিশ্চয় করিলাম যে আদ্যধন ভিন্ন দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লভ্য হইয়াছে অতএব প্রদাতা পরমেশ্বরের যথোচিত যথেষ্ট স্তুতি নুতি অগণ্য ধন্যবাদ করত তুষ্ট হৃষ্ট অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উপার্জ্জিতার্থের সাম্যরূপে অংশদ্বয় করিয়া একাংশ ভ্রাতার অপরাংশ আমার স্থির করিলাম।

অতঃপর অপর সহোদর বিদেশে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়া এক বৎসরোত্তর তদনুরূপ তদবস্থাপন্ন অতি দুঃখী দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত রিক্তহস্ত নিস্ব হইয়া আমার স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাহাতে তাহারও প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিলাম। এইরূপে আমরা ভ্রাতত্রয়ে পরম সুখে কিয়ৎকাল

কালযাপনে থাকিলাম। তদনন্তর আমার ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় পর্য্যটনেচ্ছায় অস্তব্যস্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া আমাকে সমভিব্যাহৃত করণার্থ বহুযুক্তিচ্ছলে বলে সুকৌশলে সুযত্নে সম্মত করিতে অত্যন্ত চেষ্টান্বিত হইলেন। কিন্তু তাহাদের পরামর্শে পরাঙ্মুখ হওত কোন মতে স্বীকৃত না হইয়া দেশান্তর গমনেচ্ছু ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিলাম দেশ বিদেশ ভ্রমণে তোমরা বা কোন্ লব্ধার্থ হইয়াছ, তবে কি নিমিত্ত কি অভিপ্রায়ে আমি বিদেশে যাত্রা করিব। আপাততঃ ক্ষণমাত্র সুখদ শেষে অত্যন্ত দুঃখদ যে কার্য্য তাহা সতত অকর্ত্তব্য। অতএব বিদেশ গমনে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে তাহারা মিনতি বিনতি পূর্ব্বক তৎকথা ভূয়োভূয়ো উল্লেখ করত আমাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিলেন। তথাপি তাহাদের মতে কোন মতেই সম্মত হইলাম না। তাহাতে স্ব২ পণ্যবীথিকায় থাকিয়া ক্রয় বিক্রয় করত আর এক বৎসর কাল হরণ করিলাম। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের নিতান্ত পর্য্যটনেচ্ছা একান্তই নিবৃত্তা হইল না, অতএব তদ্বিষয়ে আমাকে সম্মত করণার্থ অক্ষান্তিরূপে বহুতর আয়াস পূর্ব্বক সুযত্ন করত অনবরত সুচেষ্টিত হইলেন।

তদনন্তর ছয় বৎসরানন্তর তাহাদের পুনঃ২ প্রার্থনায় ত্যক্তচিত্ত অতি বিরক্ত হইয়া পরিশেষে তাহা-

দের মন্ত্রণাবধারণ করিয়া পরদেশে যাত্রার্থ স্বীকৃত হইলাম। পরে সহজদিগকে কহিলাম প্রথমে সংখ্যা করিয়া নিশ্চয় করি আমাদের কত বিত্ত সুসার আছে। তাহাতে গণনা করণে নির্দ্ধারিত হইল যে আমাদের ছয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত আছে। পরে মনে বিচারিয়া সোদরদিগকে কহিলাম কাল ক্রীড়ায় কখন্ কি ঘটে তাহা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সর্ব্বথা সংশয়াস্পদ। তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। তদুপরি বিশ্বাস করা উপযুক্ত নহে। আর ধন অতি চঞ্চল, কখন্ আইসে কখন্ বা যায় ইহার নির্ণয় নাই, অতএব পাছে পশ্চাৎ দৈবাৎ অত্যাপাৎ উৎপাৎ দুর্গতি ঘটে ইত্যাশঙ্কায় কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত করা কর্ত্তব্য। সোদর্য্যেরা এই পরামর্শ শ্রেয়স্কর বোধ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলে আদ্য ও উপার্জ্জিত সমস্ত ধন দুই অংশে বিভজন করিয়া একাংশ ক্ষিতি খনন পূর্ব্বক নিখনন করত অবশিষ্টাংশ অংশত্রয়ে পুন র্বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সগর্ভ স্ব২ ভাগে এক২ সহস্র মুদ্রা পাইলাম।

তদনন্তর বাণিজ্যোপযুক্ত বহুবিধ দিব্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অর্ণবপোত, বৈতনিক করত সামগ্রী সমগ্রে পরিপূর্ণ করিলাম। তৎপরে তত্তরণীযোগে ব্যাপারার্থ জল পথ যাত্রা করত মাসাতীত হইলে সুশোভিতা মহতী একা নগরীতে উপস্থিত হইলাম।

তথায় সামগ্রী সমগ্র বিক্রয় করণোত্তর লভ্য নির্ণয় করিয়া দেখিলাম প্রত্যেক মুদ্রায় দশগুণ মুদ্রা লব্ধ হইয়াছে।

পরে পারাবারযানে বায়ুভরে পরিগমনোদ্যম কালে সিন্ধুকূলে জীর্ণাতিছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা একা যুবতী সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মদীয় কর চুম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অভিবাদন পুরঃসর সবিনয়ে নিবেদন করিল হে মহাজন্ আপনি বুঝি কোন দয়াময় হিতেচ্ছু গুণময় অভিবিনতী সৎপুরুষ হইবেন, অতএব আপনকাকে সমুচিত সুফল প্রাপ্তির সুভাজন বোধ করিলাম। এতচ্ছ্রবণে বিস্ময়ী হইয়া প্রত্যুত্তর করিলাম যদিস্যাৎ আমাতে ঐ গুণ বর্ত্তে তথাপি আমি তো তৎ ফল প্রতীক্ষায় তদ্গুণধারী নহি। তাহাতে কামিনী কহিল হে নাথ আপনি এই দাসীকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভার্য্যা ভাবে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে স্বসঙ্গে লইয়া যাউন। আমি আপনকাকে আত্ম প্রদান করিয়া অদ্যাবধি স্বামিত্বে বরণ করিলাম। আমার এতাদৃশী দীনহীনা দশা দর্শনে সন্দিগ্ধ হইবেন না। আপনি প্রসন্ন হইয়া করুণা পূর্ব্বক যথার্থমতে আমার প্রতি কোমল ব্যবহার করিবেন, করিলে আপনকার বহুফল দর্শিবে।

কামিনীর এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তৎপ্রতি

স্নেহাকর্ষণে দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বসন ভূষিতা করিয়া তন্নিমিত্ত অর্ণবপোতে পরিষ্কৃত সুশোভিত স্থান প্রস্তুত করত তৎপ্রতি প্রণয়ী হইয়া সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে কাল যাপন করিলাম। পরে দিনে২ তাহার প্রতি অতি প্রীতি অনুরাগ উত্তরোত্তর এতোধিক বৃদ্ধি পাইল যে স্বীয় ভ্রাতাদের সাহিত্য ত্যাগে কেবল তাহারি সহবাসে থাকিলাম। তাহাতে সোদর্য্যদ্বয় ঈর্ষা প্রযুক্ত রোষ দ্বেষ পরিপূরিতান্তঃকরণে মদীয় বহুধন বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রতি লালসা প্রযুক্ত লোভদৃষ্টি মুহুর্মুহুঃ ক্ষেপণ করত তৎপ্রাপণের ইচ্ছাতিশয়ে আমাকে কোন মতে বিনষ্ট করিয়া সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে এমত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। পরে নিশিযোগে আমরা স্ত্রীপুরুষে নিদ্রাভিভূত হইলে ভ্রাতারা সুযোগ পাইয়া আমাদিগের উভয়কে সুসুপ্ত্যবস্থায় জলধি মধ্যে নির্দ্দয়ে নিঃক্ষিপ্ত করিল। ভার্য্যা নিদ্রা ভঙ্গ মাত্রে চঞ্চলকলেবরা হইয়া স্বীয় জিনিৎ* রূপ প্রকাশিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে ধারণ পূর্ব্বক বারিধি নিমজ্জনরূপ আসন্ন মরণ হইতে উদ্ধারিয়া সমীপস্থ উপদ্বীপে সমুপস্থিত করত কিয়ৎ কাল নিমিত্ত অন্তর্হিতা হইল।

প্রভাতে পুনরাগতা হইয়া আমাকে কহিল হে

* জিন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জিনিৎ।

নাথ আমি তোমার প্রাণপত্নী, ঈশ্বরানুকম্পাতে তোমাকে উপস্থিতকৃতান্তগ্রাস হইতে পরিত্রাণ করিলাম। তুমি আমার পরিচয় গ্রহণ কর। আমি জিন্ জাতীয়া জিনিৎ সর্ব্বগুণবতী ঈশ্বরপরায়ণা। তোমাকে সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অন্তঃ-করণে প্রণয় সঞ্চার হওয়াতে তোমাপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল, অতএব ছিন্ন জীর্ণ বেশে তোমার সমীপে উপস্থিতা হইলাম, তাহাতে তুমি সকরুণ হইয়া আমাকে বিবাহ করিলা। এক্ষণে তোমাকে মৃত্যুরূপ গ্রাসকারি পয়োধিতরঙ্গ হইতে তরণ করণ পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থা হইয়াছি, কিন্তু তোমার ভ্রাতৃ-দ্বয় প্রতি কোপানলাবিষ্টা আছি। তাহাদের লোভ ঈর্ষা হিংসা বশতঃ আমাদের প্রাণ বিনাশোদ্যোগ জনিত দোষের সমুচিত দণ্ড প্রদানার্থ তাহাদেরি প্রাণ বিনাশ কর্ত্তব্য।

ভার্য্যার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে অতি বিস্ময়ী হইয়া তৎকৃতোপকার স্বীকার পূর্ব্বক স্বভ্রাতৃদের আমূলত তাবচ্চরিত্র বিবর্ণন করত তাহাদের অপ-রাধক্ষমা নিমিত্ত উপরোধ করিলাম। জায়া তাবৎ বৃত্তান্ত আকর্ণন পূর্ব্বক কহিল এই আগামি যামিনীতে বায়ুপথে উড্ডীয়মানা হইয়া তাহাদের অর্ণবযান জলধি জলে নিমগ্ন করত তাহাদের নি-

তাস্তই সংহার করিব । তাহাতে আমি কহিলাম, তোমাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি তাহাদিগকে এমত মহৎ বিপদে বিক্ষেপ করিও না, কেননা মহাজন বাক্যে প্রসিদ্ধ আছে, হে অহিতৈষির হিতৈষিন্ নিকৃত ব্যক্তি স্বকৃত দুর্বৃত্ত জনিত ফলভোগে সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয় । যাহাহউক ফলতঃ তাহারাতো আমার সহোদর । কিন্তু দারা কোনমতেই অনুকূলা না হইয়া তাহাদের মরণই বিহিত, ইত্যুক্তি পুনঃ২ করিতে লাগিল । আমিও ভ্রাতৃদের প্রতি তাহাকে প্রসন্না করণার্থ অশেষ প্রকার অনুরোধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলাম । অন্ততঃ জায়া আমাকে লইয়া গগণমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক উড্ডীয়মানা হইয়া তদুপদ্বীপ হইতে অনতিবিলম্বে অনায়াসে মৎ সদনচ্ছদনোপরি উপস্থিত করিল । তদনন্তর ভবনাভ্যন্তর হইয়া গৃহদ্বার মুক্ত করত মৃত্তিকায় গুপ্ত মুদ্রা সংগ্রহণ পুরঃসর প্রতিবাসি আত্মীয়বর্গকে নমস্কার সংভাষণাদি পূর্ব্বক বাণিজ্যার্থ বহুবিধ দিব্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া উপজীবিকাভিপ্রায়ে পুনরায় পণ্যবীথিকায় প্রবৃত্ত হইলাম । অতঃপর পর রজনীতে বাটী প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে এই দুই কুক্কুর তথায় শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে ।

কুক্কুরদ্বয় আমাকে দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া ভেউ২ রবে বিলাপ ক্রন্দন করত আমার গাত্র লেহন করিতে লাগিল, কিন্তু ইহার ভাবার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। ইত্যবসরে স্বদারা মম সন্নিধানে সন্নিহিতা হইয়া কহিল এই দেখ তোমার ভ্রাতৃদ্বয়। তাহাতে তাহাদিগকে তদবস্থ দর্শনে বিস্ময়ী হইয়া জিজ্ঞাসিলাম ইহাদিগের ঈদৃশী দশা কি নিমিত্ত কাহাদ্বারা ঘটিয়াছে। স্ত্রী প্রত্যুক্তি করিল আমার স্বসাকে সংবাদ প্রেরণ করণে সে ইহাদের স্বরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ঈদৃশী আকৃতি করিয়া দিয়াছে। দশ বৎসর অতিক্রান্তে ইহারা আপনাদের পূর্ব্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। হে জিন্ তদবধি ইহারা তদবস্থাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে নিরূপিত সময় অতীত হওয়াতে আমি ইহাদিগকে স্বাভাবিক দেহ পুনঃপ্রাপ্ত্যর্থে স্বদারার সহোদরা সন্নিধানে গমন করিতেছিলাম, তাহাতে যাত্রাকালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে এই মহাধনের বৃত্তান্ত বিশেষজ্ঞ হইয়া পরিশেষে তাহার কি ঘটে তজ্জ্ঞানার্থ তৎসঙ্গে এই স্থানে থাকিলাম। মম বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত মাত্র।

জিন্ কহিল যথার্থ ইহা আশ্চর্য্য উপাখ্যান, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে লিপ্ত হইব না, অতএব

এই বণিকের অপরাধ জন্য রক্তপাতদায়ের একাংশ তোমাকেও প্রদান করিলাম।

তদনন্তর তৃতীয় সেখ অগ্রঃসর হইয়া জিন্‌কে প্রার্থনা করিলেন হে জিন্ আমিও আপন বিবরণ বর্ণনা করি। তদ্বর্ণন যদিচ সংক্ষেপে ব্যক্ত করি তত্রাপি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার নিবেদিত প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।

তৃতীয় সেখ ও অশ্বতরীর উপন্যাস।

হে জিন্ এই চিত্র বিচিত্র অশ্বতরী আমার ভার্য্যা। সে জনেক কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত ভৃত্যের প্রীতিতে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া জার সঙ্গে নানা রসরঙ্গে থাকে। একদা স্বস্ত্রী উপপতি সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতেছে, এমত সময়ে আমি তথায় সহসা উপস্থিত হইয়া ভ্রষ্টা জায়ার এবম্প্রকার ভ্রষ্ট ব্যবহার নয়নগোচর করিলাম। তাহাতে সেই কামুকী আমাকে দেখিবামাত্র ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পয়ঃপূরিত এক অমির্ত্তি ঝটিতি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠানন্তর তন্নীরে মম শরীর সিঞ্চন করিলে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাপ্রভাবে আমি কুক্কুররূপী হইলাম। ঈদৃশ্যবস্থায় নিজ নিলয় বহির্ভূত

হওত ধাবমান হইয়া দৈবযোগে এক মাংসিকের বিপণি সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় স্থকিৎ হইয়া উচ্ছিষ্ট অস্থ্যাদি আবর্জনা ভক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ইতি মধ্যে সেই মাংসজীবির কার্ম্মণ বিদ্যা বিচক্ষণা দুহিতা আমাকে অবলোকন করিয়া কারুণ্য রসে পরিপূরিতান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রাপ্তস্বমূর্ত্তি করিয়া দিল। তৎপর সেই কন্যা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া স্বগৃহে আসিয়া স্বস্ত্রীকে মূর্ত্ত্যন্তর করত এই খচর মুর্ত্তি করিলাম। এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে আপনি আমাকেও এই বণিকের অপরাধের তৃতীয়াংশের ক্ষমা প্রদান করিবেন। সিদ্ধ পুরুষের প্রসিদ্ধ বাক্য আছে অনুর্ব্বরা ভুমিতেও উত্তম বীজ বপন কর। সৎ বীজ যথায় উপ্ত হউক তাহা বিফল হয় না। সেখ স্বীয় উপাখ্যান সমাপন করিলে জিন্ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৃষ্টচিত্তে আমোদ প্রমোদে আকুল হইয়া তৃতীয় সেখকে বণিকের রক্তপাতদায়ের অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ প্রদান করিল।

এতৎ কহত শাহারাজাদী নিশাবসানে অহর্মণির উদয় দর্শনে নিস্তব্ধ হইলেন। অনুজা তাঁহাকে কহিলেন হে সহোদরে ত্বদীয় বিবৃত উপন্যাস অত্যুৎকৃষ্ট হর্ষকর সুমধুর মনোহর। অগ্রজা কহিলেন ইহাতো অতি সামান্য,

মহারাজের ক্ষমা প্রসাদে যদি অদ্য জীবন দান পাই, তবে আগামি যামিনীতে যে কাহিনী কহিব তচ্ছ্রবণে অশেষ প্রশংসা করিবা। ভুপালও মনো-মধ্যে স্থির করিলেন ইহার উপন্যাসের উদ্বৃত্ত ভাগ না শুনিলে ইহার প্রাণ নাশ করিব না। এতদ্রূপে তাঁহারা যামিনী যাপন করিলেন। প্রত্যুষে নৃপাল পরিধিস্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে সচিববর সহিত বিচারালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কাহাকে পদস্থাপিত কাহাকেও বা পদচ্যুত করত বাদি প্রতিবাদির বাক্ প্রতিবাক্ পর্য্যালোচনানন্তর দিবাবসান পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সভা ভঞ্জন পূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় নিশি।

তৃতীয়া রজনী আগতা হইলে দিনারাজাদী স্ব-স্বসাকে কহিলেন হে সহোদরে ত্বদীয় প্রস্তাবিতা সুশ্রাব্য কাহিনীর অবশিষ্টাংশ ব্যক্ত করিয়া সমাপন করুন। তাহাতে শাহারাজাদী তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজানুমতি প্রাপনে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্ কথিত আছে যে জিন্, সেখ-সমুক্ত উপাখ্যান শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হর্ষোৎফুল্ললোচন-যুগল হইয়া বনিকের দণ্ডের অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ প্রদান করত অপ্রকট হইল। বণিক্ প্রাণলাভে আপনাকে

প্রাপ্ত পরমলাভ মানিয়া অসীম স্বীয় বিপদ পরিত্রাণ-কারি সেখগণ সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনয়ে অশেষ বিশেষ ধন্যবাদ করত আপনাকে চিরক্রীত স্বীকার করিয়া সুকৃতজ্ঞ হইলেন। সেখগণও বণিক্‌কে শুভাদৃষ্ট বশতঃ লব্ধজীবন দেখিয়া যথেষ্ট আহ্লাদিত হইলেন। পরে সকলেই পরস্পরে সমৃদ্ধি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রার্থনা প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রশস্ত মনে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। শাহারাজাদী, বণিক্ ও জিনের উপন্যাস সমাপন করণানন্তর কহিলেন এই উপন্যাস অদ্ভুত বটে কিন্তু মৎস্যবৃত্তির উপাখ্যান তুল্য নহে। তাহাতে নৃপাল জিজ্ঞাসিলেন মৎস্যবৃত্তির উপাখ্যান কি। তখন শাহারাজাদী কহিলেন মহারাজ অবধান করুন।

---

২ কুসুম ।

ধীবরের উপন্যাস ।

বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত অতি দরিদ্র এক মৎস্যবৃত্তি ছিল। তাহার স্ত্রী ও সন্তানত্রয় থাকে। ধীবরের পণ এই যে প্রত্যহ চতুর্ধা মাত্র জাল নিঃক্ষেপ করিবে, ইহার অন্যথা হইবে না। এক দিবস সে মধ্যাহ্ন-কালে সিন্ধুকূলে যাইয়া মৎস্যধানী ভূমিতলে রাখিয়া জাল নিঃক্ষেপ করিল। ক্ষণেক কাল পরে

জাল জলে নিথর হইলে তদ্গুণাকর্ষণে ধীবর গুরুতর ভারী বোধ করিয়া বহুযত্নে চেষ্টা পাইলে জাল কোন মতেই উত্থাপিত হইল না। পরিশেষে সিন্ধুকূলে এক কীলক ভূমিবদ্ধ করিয়া তৎ কীলকে জালগুণ আবদ্ধ করত স্বয়ং বস্ত্র বিহীন হইয়া পুনঃ২ জলে নিমগ্ন হওত বহু আয়াসে পরিশেষে জাল তুলিল। তাহাতে আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট চিত্তে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জাল প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখে যে লাভের মধ্যে তন্মধ্যে গর্দ্দভশবমাত্র ধৃত হইয়াছে।

তদ্দর্শনে শোকাকুল হইয়া উচ্চৈর্দ্ধনিতে কহিল সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালি পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যেতে কোন শক্তি পরাক্রম নাই। কালের কেমন কুটিল গতি, আমার অদৃষ্টে কি গর্দ্দভশব ছিল; ইহা কহত এক শ্লোক উচ্চারণ করিল। ঘোরতর নিশিতে শঙ্কটাশঙ্কায় আহ্নিকান্ন অন্বেষিণ্ বৃথা শ্রান্ত ক্লান্ত হওনে ক্ষান্ত হও। পরিশ্রম মাত্রে পরমেশ্বর হইতে ভরণ পোষণ প্রাপণ হয় না। পরে গর্দ্দভকুণপনির্মুক্তজাল করত প্রগণ্ড দেশে তদ্বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, বিধাতার ইচ্ছায় যাহা হয়, বলিয়া পারাবারে পুনর্ব্বার জাল প্রক্ষেপ করিল। আনায় ক্রমে জলনিমগ্ন হইয়া

সুস্থির হইলে ধীবর তদাকর্ষণে জাল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারী নিশ্চয় করিয়া, বহুমৎস্য ধৃত হইয়াছে, ইত্যনুমানে প্রহৃষ্টমনে প্রাগ্‌বৎ জালগুণ কীলকে বদ্ধ করিয়া স্বয়ং আবরণ রহিত জলে লম্ফন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ নিমগ্ন হওত ইতস্ততঃ সমা-কর্ষণ পূর্ব্বক অতি প্রতিযত্নে বহু ক্লেশে অবশেষে জাল জল হইতে উত্তোলন করিল। পরে প্রান্তে আনিয়া দেখে বালুকা কর্দ্দমাদিতে পরিপূরিত এক বিশাল মৃন্ময় পাত্র ব্যতীত আর কিছু মাত্র জালে ধৃত হয় নাই। তাহাতে অন্তঃকরণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সন্তপ্ত হইয়া কাতরোক্তি করত কহিতে লাগিল, হে অশুভাদৃষ্ট প্রাতিকূল্য পরিহার পূর্ব্বক পুনরপি অনুকূল হও। অদৃষ্টের অপ্রসন্নতায় স্বহস্তকৃত কর্ম্মে কিছুমাত্র লভ্য হয় না। আমি জীবনোপায় অন্বেষণার্থ সিন্ধুপ্রান্তে আইলাম, কিন্তু দেখি আমার অন্ন জল নিঃশেষ হইয়াছে। হায় কতিপয় মূঢ় জন বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী ধনশালী হইয়া অতি সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতেছে, এবং কতিপয় সুবোধ প্রাজ্ঞগণও অত্যন্ত দৈন্যদশায় পতিত হইয়া অতি হীনাবস্থায় দিনপাত করিতেছে। এতত্ কহত নীরাধার একপার্শ্বে নিঃক্ষেপ করিয়া জাল নির্ব্বরণ করিল। তৎপর ঈশ্বর সমীপে স্বীয় অধৈর্য্য

জন্য আর্ত্তনাদদোষ ক্ষমা প্রার্থনা করত তৃতীয়-বার জাল জলধিতে নিঃক্ষেপ করিল।

পরে জাল নিরস্ত হইলে আকর্ষণ পূর্ব্বক দেখে যে কতক গুলীন চূর্ণ ভগ্ন স্ফুটিত ঘট পঙ্ক কলশী স্থালী কাঁড়ি২ হাঁড়ি প্রভৃতি লভ্য হইয়াছে। তাহাতে ধীবর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর খিদ্যমান হইয়া অকৌ-শল মনে গগণ প্রতি উর্দ্ধমুখ হওত কহিল, হে ঈশ্বর প্রতিদিবস বারচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত আনায় ক্ষেপণ করি না, এক্ষণে বারত্রয় তো বিফলে বিক্ষিপ্ত হইল। হে অন্নদাতঃ বিধাতঃ অদ্য কি আমার ভাগ্যে অন্ন পরিমাণ করেন নাই।

পরে ঈশ্বরনামোচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থবার জাল ক্ষেপণ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণোত্তর জাল নিরস্ত দেখিয়া তদাকর্ষণে সুযত্নে বহু পরিশ্রমে চেষ্টা পাইলেও আনায় সিন্ধুতলে দৃঢ়তররূপে সংলগ্নীকৃত হওন প্রযুক্ত তদুত্তোলনাক্ষম হইয়া পূর্ব্ববৎ জলে নামিয়া ভূয়োভূয়ঃ অবগাহন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ক্রমে২ অল্পে২ তদুত্থাপন করত পরিশেষে বহু আয়াসে অর্ণবতীরে জাল তুলিল। তদ্বিস্তারে দেখে যে শলি-মান্‌রাজমুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত সীসকময় গুঁজী দ্বারা রন্ধ্র পথ বদ্ধ, কোন অবিদিত দ্রব্য পরিপূরিত, এক কাংস্যপাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। মৎস্যবৃত্তি

তাহা দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট পরমাহ্লাদিত হওত মনেং বলিল এই পাত্রটা কাংস্যবণিকের স্থানে বিক্রয় করিব, ইহার মূল্য দশ থান স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূন হইবে না। পরে মুখবদ্ধ পাত্র চালন করণে গুরুতর ভারী বোধ হওয়াতে ভাবিতে লাগিল, এই পাত্রমধ্যে অবশ্য কোন দ্রব্য থাকিবে নতুবা এতাদৃশ ভারী হইত না, অতএব প্রথমে কোন যুক্তিতে ইহার অন্তরস্থ দ্রব্য নির্গত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ পাত্রটা বিক্রয় করিব। এতদভিপ্রায়ে ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক অল্পেং চতুর্দ্দিকে তদাঘাতে পাত্রের মুখ হইতে সীসক গুঁজী নির্গত করিল। পরে পাত্রস্থ সামগ্রী বহিঃস্থ করণাশায় পাত্র আলোড়ন করণে ধূম মাত্র ক্রমাগত নির্গত হওত আকাশ প্রতি ঊর্দ্ধগতি করত উত্তরোত্তর চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপিয়া প্রায় পৃথিবীময়ে আচ্ছাদন করিল। ধীবর অত্যন্ত বিস্ময়ী ও চিন্তাকুল হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল। কিয়ৎ কালানন্তর ধূম একত্রীভূত হইয়া চাঞ্চল্যাতিশয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং সেই ধূমপরিণামে আকাশ পাতাল কলেবর, মুক্তপাংশুবর্ণকেশ, পর্ব্বতশৃঙ্গসম শিরঃ, লোষ্টভেদন তুল্য হস্তদ্বয়, তাল বৃক্ষ সদৃশ পদদ্বয়, গহ্বর সঙ্কাশ বক্ত্র, কুদালি সম বিষম দশন, ভেরী তুল্য নাসা

রন্ধ্র, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ চক্ষুঃ এক জিন্ প্রকাশিত হইল।

ধীবর এতাদৃশ ভয়ঙ্কর অপূর্ব্ব চমৎকারাকৃতি নয়নগোচর মাত্র অতিমাত্র ত্রাস প্রযুক্ত কম্পিত কক্ষস্থ মাংসপেশী, বদ্ধদন্ত, নির্ষ্ঠীবকণ্ঠ, শুষ্কশোণিত, অন্ধকারাবৃত নয়ন হইয়া অচেতন প্রায় হইল। সেই জিন্ ধীবরকে দৃষ্টি গোচর করিয়া উচ্চৈর্ধ্বনিতে কহিল সর্ব্বেশ্বর ব্যতীত অপর ঈশ্বর নাই। শলিমান্ যথার্থ ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ দাস। হে ঈশ্বরনিষ্ঠ শলিমান্ আমাকে সংহার করিও না। এতকালাবধি কোন কালে কোন মতে কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতিবাদ বা কর্ত্তৃত্বের অতিক্রম করিব না।

তৎশ্রবণে ধীবর কহিল হে * মারিদ্, শলিমান্ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক একি অসম্ভব সম্বোধন করিতেছ। শলিমান্ তো এক্ষণে সহস্রাধিক অষ্টশত বৎসর লোকান্তরিত হইয়াছেন, এবং আমরা অন্তযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। তোমার বিবরণ কি এবং তোমার এই পাত্রস্থ হইয়া থাকনের বা অভিসন্ধি কি। মারিদ্, মৎস্যজীবির নিবেদন শুনিয়া কহিল সর্ব্বেশ্বর ব্যতীত অপর

* মারিদ শব্দে জিন্ জাতীয়দের মধ্যে ঈশ্বর বিরোধী অপূর্ব্ব বলবান পরাক্রমী নৃশংস জিন্‌কে বুঝায়।

ঈশ্বর নাই। হে ধীবর তোমাকে কোন সমাচার জ্ঞাপন করি অবধান কর। ধীবর জিজ্ঞাসিল কি বিষয় কোন্ সমাচার গোচর করিবা। জিন্ কহিল তোমার অচিরাৎ নিদারুণ বধ সমাচার। মৎস্যবৃত্তি কহিল জিনেশ্বর এ কেমন সম্বাদ। এতাদৃশ অমঙ্গল সমাচারদায়ী অধম যে তুমি, তোমার সমুচিত প্রতিফল এই যে তুমি ঈশ্বরাশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় হও। কি নিমিত্ত আমাকে বধ করিবা, এবং আমার বধে তোমার প্রয়োজন বা কি। আমি তো তোমাকে সিন্ধুতল হইতে নিস্তার করত নির্জল স্থলে আনিয়া এই পাত্ররুদ্ধাবস্থা হইতে নির্মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়াছি, ইহাতে আমার বুঝি মহান্ অপরাধ হইয়াছে, আর এতদ্ গুরুতর দোষের প্রতিফলে আমাকে কি সুমৃত্যু ভোগ করিতে হইবে। পরোপকারের এই উপযুক্ত ফল বটে। মারিদ্ প্রত্যুত্তর করিল সে যাহা বল তোমাকে বধ করিতেই হইবে, অতএব কি প্রকার হননে নিহত করিব এবং কিমত মৃত্যু বাসনা কর তাহা স্থির কর। ধীবর কহিল আমি তো কোন মতেই কোন রূপ মৃত্যুর অভিলাষী নহি। আমার অপরাধ কি যে তোমার স্থানে আমার এতাদৃশ দণ্ড বিধান হয়। জিন্ প্রত্যুত্তর করিল তবে আমার বিবরণ শুন।

ধীবর কহিল যাহা বলিবার তাহা শীঘ্র বল, আমার তো প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। জিন্ কহিল দেখ আমি এক জন ধর্ম্মভ্রষ্ট জিন্, আমি ও শাকার নামা জিন্ উভয়ে দাবিদের আত্মজ শলিমানের শাসনানধীন হইয়া দ্রোহাচরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে শলিমান্ আমাকে আক্রমণ করণার্থ স্বীয় সচিববর বারাখিয়ার নন্দন আশাফকে আজ্ঞা করিলে তিনি মহাবল পরাক্রমে আমাকে আকৃষ্ট করত শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া শলিমান্ সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তিনি আমার আকৃতি দেখিয়া আমা হইতে রক্ষা পাইতে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করত আমাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং স্বীয় শাসন বশীভূত করণার্থ বহু চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু আমি পরাবজ্ঞ হইয়া তাঁহার মতে কোন মতে সম্মত হইলাম না। তাহাতে শলিমান্ এই কাংস্যপাত্র আনাইয়া তন্মধ্যে আমাকে সংরোধ করত সর্ব্বোপরিস্থের নামে মুদ্রাঙ্কিত এই সীসক গুঁজীতে তৎ পাত্র মুখবদ্ধ করিয়া জিন্ জাতীয়দিগকে আদেশ করিলে তাহারা আমাকে লইয়া জলধিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিল। তথায় একশত বৎসর অবস্থিতি করত মনোমধ্যে স্থির করিলাম, এই শতবৎসরের মধ্যে কেহ যদি আমার

নিস্তার করে তবে তাহাকে জন্মাবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যশালী অত্যন্ত অর্থশালী করিব। কিন্তু তৎসময়ে কেহ আমাকে নিস্তার করে নাই। পরে প্রথম শত-বৎসর গত হইলে দ্বিতীয় শতবৎসরোপক্রমে আন্তরিকপণ করিলাম যে ইহার মধ্যে যদি কেহ আমার পরিত্রাণ করে তবে তাহাকে পৃথ্বীগর্ত্তগুপ্ত রত্নধন প্রদান করিব। তৎসময়েও কেহ আমার উদ্ধার করে নাই। এতদ্রূপে আর চারিশত বৎসর গত হইল। তৎপরে মনে স্থির করিলাম, এখন আমাকে যে প্রমোচন করিবে তাহার অভিলষিত বিষয়ত্রয় সিদ্ধি করিব। তাহাতেও তৎকালে কাহারো দ্বারা মুক্ত হই নাই। অন্ততঃ ক্রোধানলাবিষ্ট হইয়া পণ করিলাম যে এতৎকালাবধি যে কোন প্রাণী আমাকে বিমুক্ত করিবে তাহার নিশ্চয় নিদারুণ নিহনন করিব, তবে অনুগ্রহের মধ্যে এই মাত্র করিব, মোচনকারী যদ্বিধ মৃত্যু ভোগ স্থির করিবে তদ্বিধ তদীপ্সিত মত তদ্বধ করিব। এ-ক্ষণে তুমি তো আমাকে এই পাত্র হইতে নির্মুক্ত করিয়াছ অতএব কিংবিধ বধ শ্রেয়োবোধ কর তাহা নির্ণয় করিয়া বল।

LIBRARY